জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শতবর্ষে টালা প্রত্যয়

শতবর্ষে পা দিচ্ছে টালা প্রত্যয়। পুজোর এবারের থিম বীজের বিবর্তন। থিম সংয়ের কথা ও সুর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গেয়েছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন

কমলা সতর্কতা

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরের দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে কমলা সতর্কতা। শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে

কর্নাটকের বিজয়পুরায় সেনা সেজে ভয়াবহ ব্যাঙ্ক ডাকাতি

নির্দেশ অমান্য করলেই জেলে পাঠান, দিল্লি-দূষণে সুপ্রিম কোর্ট

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১৬ ● ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ১ আশ্বিন ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 116 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 18 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়

প্রতিবেদন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্য শান্তা দত্ত দে। প্রতি পদে পদে তিনি ন্যায়-নীতি-আদর্শের কথা বলে বেড়ান। নিজেকে নীতিবাগীশ ও আদর্শবাদী বলে জাহির করেন। কিন্তু তিনি আসলে কী, কী ধরনের কাজ করে বেড়িয়েছেন, তা মানুষের জানার দরকার। তাঁকে কেউ কেউ মহান সাজাবার চেষ্টা করছেন। অনেক মিডিয়া তো কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন তাঁকে মহীয়সী বানাতে! কিন্তু তিনি কি আদৌ তার যোগ্য? সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে। তাঁর কৃতকর্ম কিন্তু তাঁর মহীয়সী হয়ে উঠবার পরিপন্থী। রাজ্যপাল মনোনীত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত দে তাঁর পদাধিকারবলে কী কী অনৈতিক কাজ করেছেন, তার দিকে ফিরে তাকালে চোখ কপালে উঠবে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক তাঁর নীতি-আদর্শের আড়ালে কোন কোন দুর্নীতির জটাজাল ছড়িয়ে রয়েছে...

- **রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা লড়ার জন্য তিনি রাজ্যপালকে ৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা সাহায্য করেন**
- **উপাচার্য হতে না হতেই দ্বিতীয় সিন্ডিকেট মিটিংয়ে নিজের স্বামী ডিআরএম জীবনকৃষ্ণ দে-কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান করেছেন**
- **দু'বছর ধরে মানবাধিকার কমিশনের ফলাফল আটকে রেখেছেন। ২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ জন ছাত্রের রেজাল্ট আটকে রেখে তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি ভিসি থাকাকালীনই ওই পরীক্ষা হয়েছিল**
- **ইউনিভার্সিটির ফান্ড থেকে ফিজ দিয়েছেন প্রফেসরদের, ইললিগ্যাল প্রোমোশন করিয়েছেন, ইউনিভার্সিটি ফান্ড ড্রাই করে দিচ্ছেন**
- **রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের অনুদান ১ পয়সাও খরচ হয়নি। তাঁর অযোগ্যতার জন্য সিইউ নির্ফ র‍্যাঙ্কিংয়ে চতুর্থ থেকে ৩৯-এ চলে গেছে ওঁর দু'বছরের মেয়াদে**
- **টিএমসিপি স্টুডেন্টদের টার্গেট করে এফআইআর**
- **ইললিগ্যাল কনভোকেশন করেছেন উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুমোদন ছাড়াই অ্যাওয়ার্ড সেরিমনির নাম দিয়ে**
- **উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুমোদন ছাড়াই অনৈতিকভাবে সমস্ত সিন্ডিকেট মিটিং করেছেন**
- **বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ডিন অ্যাক্টিং, কেউ পার্মানেন্ট নন। তাঁরাই সিন্ডিকেট মেম্বার**
- **সিপিএম-বিজেপি সমর্থিত নন টিচিং** (এরপর ১২ পাতায়)

বিতর্ক দাবি তদন্ত

কালীঘাটের দফতরে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

পরিযায়ীদের সম্মান জানিয়ে বিশ্বকর্মায় ছুটি

প্রতিবেদন : বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকারি কর্মী-সহ সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'সকলকে জানাই বিশ্বকর্মা পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবারে আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্মান জানিয়ে বিশ্বকর্মা পুজোতে রাজ্য সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছি।'

পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা স্থাপত্য ও শিল্পের সৃষ্টিকর্তা দেবতা হিসেবে বর্ণিত। এই পুজোয় রাজ্য জুড়ে অফিস ও বিভিন্ন কলকারখানা সেজে উঠেছে। বাংলার শিল্পাঞ্চল জুড়ে উৎসবের আমেজ। এরই মধ্যে অর্থ দফতর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছে ১৭ সেপ্টেম্বর, বুধবার ছুটি। এতদিন বিশ্বকর্মা পুজোয় সরকারিভাবে সার্বিক ছুটি থাকত না। কিন্তু এবার থেকে সব সরকারি, সরকার (এরপর ১২ পাতায়)

তৃণমূল ভবনে বিশ্বকর্মা পুজোয় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

রোম

আমি সুদূরের পিয়াসী,
নিজের কাছে নিজেও প্রবাসী,
তৃষার শিকড়ে তৃষ্ণা প্রত্যাশী,
কর্মবৃক্ষে আমি মেঘলা আকাশি।
দূরদেশীর এক দূরদীপচারিণী
দারুণ প্রখরে দগ্ধ রুক্ষণী
মুশিকিল আসানে বালুচরি চিনি
দিন-দিনান্তে কখনো দারুচিনি।

সবুজে অবুঝে ধারি না ধার
প্রকৃতি কখনো মানে না হার।
শস্য শ্যামলে সুজলা আভার
সরষে মৌরীর মধুরিনি কাহার?

ইতিহাসের ঐতিহাসিক সৌধ
ইতিহাস শিখরে রোম পদ্য
রুচি সংস্কৃতিতে তারা অনবদ্য
শিল্প সংস্কৃতিতে অমর অপ্রতিরোধ্য।

স্থাপত্য তৈরিতে কত সাক্ষী
বিশ্ব ইতিহাস চর্চিত
বহুদিন আজ বয়ে গেলেও
রোম সর্বদা সুশোভিত।

ওড়িশায় আক্রান্ত বাঙালি

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর : ফের বিজেপি-রাজ্যে আক্রান্ত বাংলার শ্রমিক। ডবল ইঞ্জিন ওড়িশার রেল স্টেশনে প্রথমে আরপিএফ-এর হাতে নিগৃহীত, তারপর বিজেপি পুলিশের হাতেও আক্রান্ত উত্তর ২৪ পরগনার শ্রমিক। বারবার পরিচয় জানিয়ে, বৈধ নথিপত্র দেখিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বরং বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণেই ওড়িশায় বিজেপির পুলিশের হাতে রক্তাক্ত হতে হয়েছে বসিরহাটের শ্রমিককে। পরিবারের লোকজন ওড়িশায় গিয়ে খোঁজ করলেও পুলিশ প্রথমে অস্বীকার করে। পরে যদিও স্বরূপনগরের পুলিশ ফোন করে চাপ দিলে ১৫ হাজার টাকা (এরপর ১২ পাতায়)

চিকিৎসাধীন আশরাফুল। ইনসেটে পুলিশের মারে স্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 September, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৯ রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) এদিন প্রয়াত হন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু স্কুলের খ্যাতনামা ছাত্র। সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি পড়িয়েছেন। মেদিনীপুর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে জ্ঞান অর্জনের জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। মেদিনীপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয়, শ্রমিক-কৃষকদের জন্য নৈশ স্কুল এবং একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন, সঞ্জীবনী সভার সভাপতি। 'ঋষি' আখ্যায় ভূষিত রাজনারায়ণ 'আত্মচরিত', 'সেকাল একাল', 'সায়েন্স অফ রিলিজিয়ন' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। শেষ জীবনে দেওঘরে বাস করতেন।

২০১০ শর্বরী দত্ত (১৯৫৭-২০১০) এদিন মারা যান। বাবা বিখ্যাত কবি অজিত দত্ত। তাঁর নিজের পরিচয় ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে। কিন্তু নিজেকে কোনও কালেই ফ্যাশন ডিজাইনার বলতে চাইতেন না। মকবুল ফিদা হুসেন থেকে শচীন তেন্ডুলকর— তাঁর ক্লায়েন্ট তালিকা ঈর্ষণীয়। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, তিনি একজন শিল্পী। শেষের দিকে শহর নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। বারাণসী, রোম আর কলকাতা— তিন শহরের ফ্যাব্রিক আর ক্র্যাফ্টকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পোশাকের শরীরে। এদিন রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ, ব্রড স্ট্রিটের বাড়ির শৌচাগার থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

১৮৬৯ জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) এদিন কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র অবস্থা থেকেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা তাঁকে পরবর্তী জীবনে সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করে। 'সাধনা' পত্রিকায় লেখার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়। পরে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম সর্বাধ্যক্ষ।

১৯০৫ গ্রেটা গার্বো (১৯০৫-১৯৯৫) এদিন সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন। হলিউডের নির্বাক যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রতারকা ছিলেন তিনি। 'ফ্লেশ অ্যান্ড দ্য ডেভিল' ছবিতে অভিনয় করার পর খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে আছে 'মাতা হারি', 'কুইন ক্রিস্টিনা', 'ক্যামিলি' ইত্যাদি। ১৯৯৯ সালে আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট গার্বোকে সর্বকালের সেরা মহিলা চলচ্চিত্র তারকাদের তালিকায় ক্যাথেরিন হেপবার্ন, বেটি ডেভিস, অড্রে হেপবার্ন ও ইনগ্রিড বার্গম্যানের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে রাখে।

১৯৬১ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ড্যাগ হেমার শোল্ড এদিন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। ইজরায়েল-আরব সংঘাতে শান্তিস্থাপনে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৫৮-তে জর্ডন-লেবানন সঙ্কটেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১৭-তে ওই বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে প্রকাশ, অভ্যন্তরীণ ত্রুটির কারণে নয়, বাইরের কোনও হামলার কারণে হেমার শোল্ডের বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা কুমার

■ করণ জোহর

■ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

কর্মসূচি

■ রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত সুখানি অঞ্চলের কৈমারি বুথের দক্ষিণ ভোলাগঞ্জ গ্রামে মোট ৪২টি পরিবার এসইউসিআই, বিজেপি ও সিপিএম ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায় ও যুবনেতা রামমোহন রায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯৯

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. আকাশপ্রান্ত ৬. হত্যা, হনন ৮. শক্তিবর্ধক ওষুধ ৯. সেই অবধি ১০. শ্রীকৃষ্ণ ১২. গৃহ, আলয় ১৩. অপরাধ মার্জনা ১৫. ক্ষেত্রাদির সীমারেখা, পরিসীমা।

উপর-নিচ : ২. পর্বতের সানুদেশ ৩. সর্বদা, কেবলই ৪. বিন্দু ৫. কোনও গোষ্ঠী দল বা জোটের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ৭ বিচারালয় ১১ সমুদ্র, সাগর ১২. অর্পণ ১৪. ওজন, পরিমাণ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯৮ : পাশাপাশি : ২. স্বর্ণকমল ৫. জনসভা ৬. বটিকা ৭. ইংরেজ ৯. একআধ ১২. নরক ১৩. টাটকিনা ১৪. পরিমার্জনা। **উপর-নিচ :** ১. বাজখাঁই ২. স্বভাবজ ৩. কর্মকারক ৪. লখরা ৮. রেহাননামা ৯. একটানা ১০. ধননাশ ১১. আবাপ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুজোর আগে রাজ্যে এল পদ্মার ইলিশ। বুধবার বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে আমদানি করা হয় ৩৭,৪৬০ কেজি ইলিশ। ফলে কমতে পারে বাজারে ইলিশের দাম

আমার শহর

18 September, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

বিশ্বকর্মার আরাধনায় মন্ত্রী থেকে মেয়র

■ তৃণমূল ভবনে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির তত্ত্বাবধানে এবং জয়প্রকাশ মজুমদার, মণীশ গুপ্ত-সহ অন্য নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে বিশ্বকর্মা পুজো।

■ বিদ্যুৎ ভবনের বিশ্বকর্মা পুজোয় দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

■ কলকাতা পুরসভার বিশ্বকর্মা পুজোয় মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ অন্যরা।

■ শোভাবাজার মেট্রো অটো ইউনিয়নের বিশ্বকর্মা পুজোয় স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, আইএনটিটিইউসির রাজ্য সম্পাদক অনঙ্গ ঘোষ, কাউন্সিলর সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইউনিয়নের সদস্যরা।

■ আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত জলপথ পরিবহণ ইউনিয়নের বিশ্বকর্মা পুজোয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। বুধবার হাওড়ার শানপুরে।

■ বেলুড় মঠ বাস স্ট্যান্ডে বিশ্বকর্মা পুজোর উদ্বোধনে বিধায়ক ও বালির পুর প্রশাসক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়।

■ সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবনে বিদ্যুৎকর্মীদের আয়োজিত বিশ্বকর্মা পুজোয় আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বড় সাফল্য পুলিশের

প্রতিবেদন : কলকাতায় বসে বড় প্রতারণা চক্র। ভুয়ো কলসেন্টার তৈরি করে মার্কিন নাগরিকদের ফোনে লক্ষ-লক্ষ প্রতারণার অভিযোগ। তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে একযোগে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রতারণা চক্রের মূলচক্রী জাভেদ খান-সহ মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হয়েছে নগদ ১০ লক্ষ টাকা-সহ প্রচুর সোনার গয়না, ৮টি ল্যাপটপ, ১০টি বহুজাতিক সংস্থার বহুমূল্য ঘড়ি, একাধিক মোবাইল ও দুটি গাড়ি।

টাকা ছাড়া শুরু করল নবান্ন

প্রতিবেদন : 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি রূপায়ণে টাকা ছাড়া শুরু করল রাজ্য প্রশাসন। সোমবার থেকেই প্রকল্পে অর্থ ছাড়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে অর্থ দফতর প্রায় ৭০ কোটি টাকা ছেড়েছে। সেই অর্থে সমস্যার সমাধান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির শেষ হওয়ার কথা ১৫ নভেম্বর, তারপর কাজ শুরু হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তার আগেই উদ্যোগ নিল প্রশাসন। সরকারি তথ্য বলছে, মঙ্গলবার একদিনেই রাজ্য জুড়ে ৬৩৪টি শিবির হয়েছে। ২ অগাস্ট প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত হয়েছে ২৩,৭৬১টি শিবির। এই শিবিরগুলিতে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এসেছেন মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯০৪ জন। প্রকল্প শুরুর দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, প্রতিটি বুথের জন্য বরাদ্দ থাকবে ১০ লক্ষ টাকা। কোন সমস্যার সমাধানে এই অর্থ ব্যবহার হবে, তা ঠিক করবেন বুথের মানুষজনই। রাজ্য জুড়ে প্রায় ৮০ হাজার বুথ রয়েছে। সব মিলিয়ে ৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান
আপনার মতামত, আপনার প্রয়োজন, আপনার সিদ্ধান্ত

বিভ্রাট ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয়, পরিষেবা বন্ধ এক ঘণ্টা

প্রতিবেদন : বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সাতসকালে ফের মেট্রো বিভ্রাট! যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ রইল হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। বিশ্বকর্মা পুজো হওয়ায় এদিন এমনিতেই রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা ছিল কম। তার উপর মেট্রো বন্ধ হওয়ায় চরম বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। মেট্রো জানিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই ঘটনা। বুধবার সরকারি ছুটি থাকলেও বেসরকারি সংস্থাগুলি ছিল খোলা। ফলে সকাল থেকেই পথে নেমেছিলেন নিত্যযাত্রীরা। কিন্তু রাস্তায় অটো, বাস প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে এদিন বহু মানুষের ভরসা ছিল মেট্রো। বুধবার সকাল ১০টা ৩৫ নাগাদ যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয় গ্রিন লাইনে। কিছুক্ষণ পর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পরিষেবা। তবে যাত্রীদের কিছু না জানানোয় চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়। প্রবল সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। স্বাভাবিক ভাবেই স্টেশনগুলিতে বাড়তে থাকে ভিড়। শেষ পর্যন্ত বারোটার কিছু আগে আংশিক পরিষেবা চালু হয়। সর্বশেষ খবর— আপাতত স্বাভাবিক হয়েছে পরিষেবা।

চিনা মাঞ্জায় গলা কেটে মৃত্যু প্রাক্তন সেনা জওয়ানের

সংবাদদাতা, বারাকপুর : বিশ্বকর্মা পুজোয় ফের চিনা মাঞ্জার দৌরাত্ম্য! বুধবারও কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল প্রাক্তন সেনা জওয়ানের। বাইকে করে বিমানবন্দরের দিকে কাজে যাওয়ার পথেই খড়দহে ঘুড়ির চিনা মাঞ্জায় গলা কেটে মৃত্যু হয়েছে গৌতম ঘোষ (৪৫) নামের ওই প্রাক্তন জওয়ানের। বারাকপুরের বাড়ি থেকে বাইকে করে বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার পথে খড়দহের কাছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। তাঁকে দ্রুত খড়দহের বন্দিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা জানান, গলার নলি কেটে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

সম্পাদকীয়

18 September, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখোশের আড়ালে

যাদবপুরে একের পর এক ঘটনা। আর সেই ঘটনায় বাম-অতিবাম ছাত্র নেতারা জড়িয়ে যাচ্ছে, অভিযুক্ত হচ্ছে। সম্প্রতি একের পর এক ঘটনায় তারা জড়িয়েছে। স্বপ্ননীল কুণ্ডুকে র‍্যাগিং করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। সেখানেও অভিযুক্ত বাম কিংবা অতিবামেরা। অনামিকা মণ্ডলের অকাল মৃত্যুতেও তাদের নাম। সিসিটিভি লাগাতে বাধা দেওয়া, সেখানেও বামেরা। আশ্চর্যের বিষয় হল, সিসিটিভি না থাকার কারণে অনামিকা মণ্ডলের তদন্ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে জানার পরেও সিসিটিভি লাগানো বন্ধ করতে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এই ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গনে কোন ঘটনা ঢাকা দিতে চাইছে। কেন স্বচ্ছতা রুখতে এত বিপ্লব? ছাত্রীকে অশ্লীল প্রস্তাব, সেখানেও তারা। ক্ষুব্ধ অভিযোগকারিণী প্রতিবাদে দল থেকে নিজেকে সরিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবার শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে বাম ছাত্র নেতা সৌমিক মণ্ডলের হাতে তারই ইংরেজি বিভাগের সহপাঠীর শ্লীলতাহানি। এ কোন জঙ্গলের রাজত্ব দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে? এরা কোন দেশের পড়ুয়া? কোন রাজনীতির ধারক ও বাহক, যারা সহপাঠীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে না! এদের দাদা-দিদিরা কিংবা রাজনৈতিক দলের সহকর্মীরা কোন কাণ্ডজ্ঞানে রাস্তায় নেমে অন্য ঘটনার জন্য শাস্তি দাবি করে! এদের নিজেদের ঘরেই ঘোঘের বাসা। আসলে বাম রাজনীতির অন্তঃসারশূন্য নীতিজ্ঞান মানুষ দেখে ফেলেছেন, বুঝে নিয়েছেন। এদেরকে চিনে নেওয়ার সময় এসেছে। এরাই আসলে ৩৪ বছর ধরে বাংলার শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করেছে। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে। এবার এই অসভ্যতা এবং নোংরা রাজনীতি বন্ধ করার সময় এসেছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষেরই উচিত মুখোশের আড়ালে আসল 'অপরাধী'দের চিনে নেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

e-mail থেকে চিঠি

শুধু ধর্মের ধুয়ো না তুলে এদিকগুলোতেও একটু নজর দিন

চলতি মরশুমে ভারতের একাধিক রাজ্য ভয়াবহ বন্যার সাক্ষী থেকেছে। তার অন্যতম কারণ দেশের বড় বড় জলাধারগুলির ধারণক্ষমতা হ্রাস। যার জন্য দায়ী পলি। সম্প্রতি ভোপালের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আইসারের এক গবেষণায় উঠে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দশকে ধারণ ক্ষমতার প্রায় ৫০ শতাংশই হারিয়ে ফেলবে দেশের অধিকাংশ বড় জলাধার। গবেষকদের দাবি, পূর্বমুখী নদীগুলোর অন্তত ১০টি ও পশ্চিমমুখী নদীগুলোর অন্তত ৭টি জলাধার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। দেশের প্রায় ৩৭০টি বড় জলাধারের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ২০৫০ সালের মধ্যে কার্যকারিতা হারাতে পারে। গবেষণায় উঠে এসেছে গোদাবরী ও নর্মদার মতো বড় নদীর জলাধারগুলোর কথাও। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও পানীয় জলের প্রধান উৎস এইসব জলাধার। অথচ দিনের পর দিন অতিরিক্ত পলিমাটি জমে সেগুলো কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে। এর ফলে সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ— সব ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অধিকাংশ বাঁধ ১৯৩৯ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ বেশ কিছু জলাধার ৮০ বছরেরও বেশি পুরনো। দীর্ঘদিন সেগুলো ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয়নি। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে দেশের জল নিরাপত্তা বড় বিপদের মুখে পড়বে বলেই সতর্ক করে দিয়েছেন গবেষকরা। সেজন্যই বলছিলাম, মো-শা-রা শুধু ধর্মের ধুয়ো না তুলে, এসব দিকগুলোতেও নজর দিন, জনস্বার্থের দিব্যি।

—শিবানী অধিকারী, বালিগঞ্জ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আসল পরিবর্তন বনাম মিথ্যে পরিবর্তন

মোদি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা বলছেন, বাংলায় পরিবর্তন আনবেন তাঁরা। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, বিজেপিকে ছেঁটে ফেলাই আসল পরিবর্তন। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

বাংলায় 'পরিবর্তন' শব্দটি জনপ্রিয় হয়েছিল কার সৌজন্যে? ৩৪ বছরের জগদ্দল সিপিএম-শাহির পরিবর্তন চেয়ে দেড় দশক আগে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন 'অগ্নিকন্যা' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মুখে 'পরিবর্তন' কথাটি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সেটাই ছিনতাই করতে মরিয়া বিজেপি। 'জয় শ্রীরাম' ছেড়ে স্বয়ং মোদি 'মাকালী' এবং 'মাদুর্গা'র নাম জপতে শুরু করেছেন। সোজা কথায়, বাংলার প্রধান বিরোধী দল ভরপুর টোকাটুকির মানসিকতা দিয়েই একটা শুভ কাজে নামার সংকল্প নিয়েছে।

'মোদির গ্যারান্টি' দেখে দেখে মানুষ ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। মোদির গ্যারান্টি বলতে বাংলার গরিব মানুষগুলি সীমাহীন বঞ্চনার অধিক কিছু পায়নি। একশো দিনের কাজ এবং আবাস যোজনায় টাকা মেলেনি আজও। চাকরি/কর্মসংস্থানের নামগন্ধ নেই। এখন চলছে 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলিতে বাঙালি বা বাংলাভাষীদের উপর রকমারি নিপীড়ন। এসআইআর-এর ধুয়ো তুলে এই অত্যাচার বহুবর্ধিত হয়ে উঠেছে। বিজেপির এক 'মহামানব' তো নিদান দিয়েছেন, বাংলা কোনও ভাষাই নয়!

স্বাধীনতার আট দশকেও রাষ্ট্র জানে না, কারা তার নাগরিক! আধার-সহ রকমারি কার্ড দেওয়া হয়েছে। সবগুলিই তৈরি করা বাধ্যতামূলক। অথচ সেগুলি 'নির্ভরযোগ্য' বলে মানেন না সরকার বাহাদুর স্বয়ং! সব মিলিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না।

এর মধ্যেই পরিযায়ী ভোট প্রচারকেরা বাংলায় এসে বারবার পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছেন।

পরিবর্তন অবশ্যই দরকার। তবে মা-মাটি-মানুষের সরকারের নয়, পরিবর্তন জরুরি গেরুয়া অক্ষের। যত জন বিজেপি এমপি, এমএলএ বাংলায় আছেন তাঁদের আসনগুলিতে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ যাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের বাংলা-বিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন তাঁদের জন্য কেন বাংলার কিছু অমূল্য আসন নষ্ট হবে? এঁরা আবার জেতা মানে, বাংলার ক্ষতিবৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করবেন। বাংলার বদনামের বিস্তার ঘটাবেন দেশ জুড়ে। মোদির দলের কিছু নেতার কাছ থেকে মাঝেমধ্যে যে 'গ্যারান্টি' মেলে তা বঙ্গভঙ্গের রকমারি প্যাকেজ মাত্র। তবে বাংলার মানুষ রুখে দাঁড়াতেই অবশ্য কেউ কেউ 'থুড়ি' বলে কথা ঘোরাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাংলার বদনাম বৃদ্ধির জন্য দিল্লিতে অপপ্রচারেও সিদ্ধহস্ত তাঁরা। বাংলার জনমুখী প্রকল্পগুলি রুখে দেওয়ার জন্য দিল্লিতে গিয়ে দরবারেও দড় কেউ কেউ। সোজা কথায়, দেশ জুড়ে যে গেরুয়া বিশৃঙ্খলা কায়েম হয়েছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খাচ্ছে উন্নয়ন।

বাংলার সত্যিকার উন্নয়ন চাইলে মোদি-শাহ-দের বেশ কয়েকটা কাজ করতে হবে। বাংলার প্রাপ্য অর্থ দিন, যাবতীয় বকেয়াসমেত। বাংলার মানুষের হাতে হাতে কাজের ব্যবস্থা করুন। তার জন্য নতুন শিল্প চাই। এ-সব বিষয়ে মোদি শাহের দল সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে বরং বিভ্রাট বাধাচ্ছে, প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। পরিবর্তন চাইছে উন্নয়ন বিরোধীরা। বাংলার মানুষ এটা সহ্য করবেন? কেন করবেন?

সংকীর্ণ রাজনীতির জুতোয় পা গলিয়ে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দেওয়া যায় না।

মোদিজিদের কাছে অনুরোধ, আগডুম বাগডুম না বকে, দেশ জুড়ে বাঙালি এবং বাংলাভাষীদের অসম্মান বন্ধ করুন। ভুলে যাবেন না, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা এবং বাঙালির অবদান ও আত্মত্যাগ সবার চেয়ে বেশি। এমন দুর্দশায় পতিত হওয়ার জন্য আমাদের পিতৃপুরুষগণ ইংরেজকে দেশছাড়া করেননি নিশ্চয়। বিজেপির বঙ্গ নেতারা যাতে দ্রুত সেলফ-পানিশমেন্ট প্যারানয়া মুক্ত হতে পারেন, তার জন্য সুচিকিৎসারও ব্যবস্থা করুন। এমন কমপ্লেক্সে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের উপর নির্ভর করে আর যাই হোক বাংলা দখল কোনওকালেই সম্ভব হবে না।

১৯৩১ সালের ঘটনা। ফরাসি মনোবিদ জ্যাক লাকাঁ তখনও মেডিক্যালের ছাত্র, প্যারিসের সেন্ট-অ্যান হাসপাতালে মাগারিট প্যান্টেইন নামে এক মহিলার চিকিৎসা করেন। তাঁর ডক্টরেট থিসিসে অবশ্য তিনি ব্যবহার করেন ওই রোগিণীর ছদ্মনাম— 'এমি'। এমি এক 'অপরাধ' করে বসেন। বিখ্যাত অভিনেত্রী ইগেট দুফলোকে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করেন তিনি। এজন্য তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়। অথচ দুফলোর কোনও দোষ ছিল না। এই অসংলগ্ন এবং হতবাক করা কাণ্ডের কারণ খুঁজতে গিয়ে লাকাঁ বুঝতে পারেন যে, এটি এক প্রকার 'সেলফ-পানিশমেন্ট প্যারানয়া'। লাকাঁর মতে, এমি নিজেকে ছুরি মারার বিকল্প হিসেবে দুফলোকে বেছে নেন। কারণ এমি দুফলোর মতোই খ্যাতিলাভের খোয়াব দেখতেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না এবং তিনি তেমনটি হতেও পারছিলেন না। এমি ভেবেছিলেন, এজন্য একমাত্র দায়ী দুফলো। তিনিই ষড়যন্ত্র করে এমিকে উপরে উঠতে দিচ্ছেন না। এমি ভাবলেন, তাঁর নিজের যে 'পার্সিকিউটেড সাইকি', সেটিকে আঘাত করার সবচেয়ে ভাল পথ হল সরাসরি দুফলোকে আঘাত করে বসা।

ঠিক এই কাজটাই অবিরত করে চলেছে বাংলায় বিজেপি। প্যারানয়া এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা, যেখানে রোগী কোনও কোনও মিথ্যা বিশ্বাসকে ভীষণ সত্যি বলে ধরে নেয়। বাস্তবে সে তুচ্ছ মানুষ হয়েও ডেলিউশনের কারণে নিজেকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সে ভাবে যে, 'আমার চেয়ে দামি কেউ নেই। যেটা আমি ভাবি এবং বলে থাকি— কেবল সেটাই খাঁটি।'

বঙ্গ বিজেপি এখন এই রোগে ভুগছে।

সুতরাং সাধু সাবধান!

পরিশেষে একটি তথ্য। মোদি সরকার বিষয়ক। এতেই বোঝা যাবে আসলে বিজেপি কী বস্তু।

আজ থেকে ঠিক দু'বছর আগের কথা। ২০২৩ সালের বিশ্বকর্মা পুজোর দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন 'পিএম বিশ্বকর্মা' প্রকল্প। উদ্দেশ্য ছিল কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা। মোদি সরকারের অন্য যে কোনও প্রকল্পের মতো 'পিএম বিশ্বকর্মা' নিয়েও প্রচারের ঢক্কানিনাদে কমতি ছিল না। কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্প আনা হয়েছিল, তা পূরণ হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট।

চলতি বছর পর্যন্ত এই প্রকল্পে প্রায় তিন কোটি আবেদন জমা পড়েছে। তবে এমএসএমই মন্ত্রকের আওতাধীন এই স্কিমে এখনও পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন ২৯ লক্ষ ৯৮ হাজার মানুষ। অর্থাৎ আবেদন ও প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক। কেন্দ্র ঘোষণা করেছিল, প্রকল্পের একাধিক সুবিধার মধ্যে অন্যতম হল সহজ শর্তে মিলবে ব্যাঙ্ক ঋণ। সেই ঋণের টাকায় নতুন ব্যবসা বা কাজ শুরু করে জীবিকা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ পেয়েছেন মাত্র ৩ লক্ষ ৯১ হাজার আবেদনকারী। যদিও ঋণ পেতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে প্রায় ১২ লক্ষ ২০ হাজার আবেদন জমা পড়েছিল। অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি মানুষ যে প্রকল্পের সুবিধা নিতে চেয়েছিলেন, ঋণ নিয়ে সফলভাবে ব্যবসা করার হার সেখানে দেড় শতাংশেরও কম!

তথ্য বলছে, এই স্কিমে এখনও পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। প্রায় ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার আবেদন পত্রপাঠ বাতিল করে দিয়েছে ব্যাঙ্কগুলি। ঋণ প্রদানে যে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, তা মানছে এমএসএমই মন্ত্রকও।

তাই বলছি, বিজেপিকে ছেঁটে ফেলাই আসল পরিবর্তন। আসুন, সেই পরিবর্তনের পথে পা মেলাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছাত্রীর মৃত্যুর পর ক্যাম্পাসে নেশা রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাসের ঝোপঝাড় সাফাইয়ের জন্য ডাকা হল টেন্ডার

রাজ্য

18 September, 2025 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন শুভেচ্ছা অভিষেকের

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি তুলে ধরলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। বিজেপি সরকারের বাংলাবিদ্বেষের বিরোধিতায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারবার গর্জে উঠতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু রাজনৈতিক সৌজন্য কখনও খামতি থাকেনি তৃণমূল সাংসদের।

কথা-সুর মুখ্যমন্ত্রীর, টালা প্রত্যয়ের 'থিম সং' গেয়ে শোনালেন ইন্দ্রনীল

প্রতিবেদন : শতবর্ষে টালা প্রত্যয়ের দুর্গাপুজোয় ধনধান্যে ভরে মা এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়-সুরে থিম সং-এ মাকে ভালবাসার মন্দিরে বরণ করার আহ্বান জানালেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বুধবার টালা প্রত্যয়ের পুজোর থিম সং লঞ্চ হল কোয়েস্ট মলে। এবারের থিম সং-টি মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে গেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রীর বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। মিউজিক ভিডিওটি পরিচালনা করেছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। গানটির লঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রনীল সেন, অনির্বাণ চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টরা।

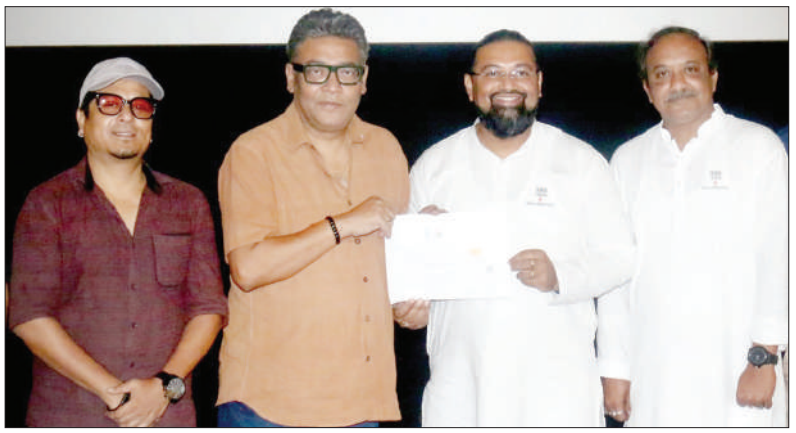

■ টালা প্রত্যয়ের এবারের পুজোয় থিম সং 'বীজ অঙ্গন' মিউজিক ভিডিওর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ইন্দ্রনীল সেন। ছিলেন ধ্রুবজ্যোতি বোস, অনির্বাণ চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টরা। বুধবার।

টালা প্রত্যয়ের পুজো এবার শতবর্ষে পদার্পণ করল। এবারের থিম 'বীজ অঙ্গন'। সেই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই থিম সং রচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন— ধনধান্যে ভরে মা এসেছেন ঘরে... পূর্ণ শস্য ভাণ্ডার, শস্য সবুজ কারিগর... ধন্য হোক, পূর্ণ হোক...। গানের শেষ লাইনে তিনি লিখেছেন— বরণ করো বরণ করো তারে ভালবাসার মন্দিরে... জয় মা। শুধু কথাই নয়, গানে সুরও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এবারের টালা প্রত্যয়ে পুজোর মূল ভাবনা ঘিরে রয়েছে খাদ্য ও বীজের বিবর্তন। এই থিমটির নামও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। টালা প্রত্যয়ের মেন্টর ধ্রুবজ্যোতি বসু বলেন, ১০০ বছর মানে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সেই সময় দাঁড়িয়ে আমরা তুলে ধরছি এমন এক বিষয়, যা আজকের সমাজ, রাজনীতি ও মানবিক অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। মুখ্যমন্ত্রী এবার ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পুজো অনুদান ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে ধ্রুবজ্যোতি বলেন, এই উদ্যোগ আমাদের আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আমরা এই অনুদান জনহিতেই কাজে লাগাই। 'বীজ অঙ্গন' থিমে তৈরি প্যান্ডেলে দেখা যাবে বীজ থেকে খাদ্য হয়ে ওঠার শিল্পভিত্তিক উপস্থাপনা। বর্তমানে কাজ চলছে জোরকদমে। কাজে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ২০০ জন শিল্পী ও কারিগর। পুজোর চারদিন দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি ব্যবস্থা।

বিশ্বকর্মা পুজো অভিনব উদ্যোগ বনগাঁয়

সংবাদদাতা, বনগাঁ : প্রতি ক্ষেত্রেই অভিনবত্বের ছোয়া বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্পগুলি ও দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে বিষয় করে মণ্ডপসজ্জা বিশ্বকর্মা পুজোর। বনগাঁ বাস মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগ ও জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের সহযোগিতায় এই বিশ্বকর্মা পুজো বনগাঁ শহরে নজর কেড়েছে। মণ্ডপসজ্জায় বাংলার উন্নয়নকে এভাবে তুলে ধরায় শ্রমিক ও বনগাঁর মানুষের মধ্যে সাড়া পড়েছে। শুধু তাই নয়, এদিন শারদোৎসবের প্রাক্কালে প্রায় ২০০০ বাস শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদের হাতে পুজো বোনাস তুলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও অভিনবত্ব। নারায়ণ ঘোষ জানান, শ্রমিকদের হাতে পুজোর বোনাস তুলে দিলে তারা বাজে কাজে টাকাটা নষ্ট করে ফেলতে পারে, তাই শ্রমিকদের পরিবারে বাবা, মা, স্ত্রী, নিদেনপক্ষে তার ছেলেমেয়েদের হাতে বোনাসের টাকা দেওয়া হয়। কোনও শ্রমিকের হাতে টাকা কখনওই দেওয়া হয় না। মণ্ডপসজ্জা নিয়ে নারায়ণ ঘোষ বলেন, রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে উন্নয়নের জোয়ার এনেছেন সেটাই প্রতীকী হিসেবে মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলা ও বাঙালিদের উপরে বিজেপি শাসিত রাজ্যের অত্যাচারের করুণ কাহিনিও মণ্ডপসজ্জায় স্থান পেয়েছে। প্রতিবারই আমাদের এই পুজোর মণ্ডপসজ্জা অভিনবত্ব রাখার চেষ্টা করি।

১৯ বছর পর মহালয়ায় গান গাইবেন আরতি মুখোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : মহালয়ার ভোরে অনুরাগীদের মন ভরাতে আবার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন বাংলাগানের স্বর্ণযুগের অন্যতম শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী' তো শুনবেনই। তারপর ফের একবার নস্ট্যালজিক হয়ে ওঠার সুযোগ পাবেন সঙ্গীতপ্রেমীরা। সৌজন্যে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমার। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'জাগো দুর্গা' শীর্ষক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে সঙ্গীতানুষ্ঠান।

শহর কলকাতায় লাইভ অনুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আরতি মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রাপ্তি হল মহালয়ার পুণ্য তিথিতে ১৯ বছর পর আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান। তাঁর কণ্ঠের বাংলা আধুনিক ও ছায়াছবির গান বাঙালির হৃদয়জুড়ে রয়েছে। আবারও বাংলার স্বর্ণযুগের আধুনিক ও ছায়াছবির সেইসব গান মন মাতাবে বাঙালি। এ প্রসঙ্গে আরতি মুখোপাধ্যায় জানান, এই শহর আমার প্রাণের শহর, এ শহর গানের শহর। এই প্রাণের শহরে মহালয়ার পুণ্য দিনে গান গাইতে আসছি, সত্যি খুব ভালো লাগছে। আরতি মুখোপাধ্যায় ছাড়াও গাইবেন কবীর সুমন, স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত, সৈকত মিত্র, দেব চৌধুরী প্রমুখ। থাকছেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দেবাশিস বসু, মৌনীতা চট্টোপাধ্যায়।

প্রেরণা মুখ্যমন্ত্রী, আবারও থিম সং লিখলেন চন্দ্রিমা

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীকে অনুসরণ করেই তাঁর পথচলা। শুধু জনপ্রতিনিধি বা রাজনীতিক হিসেবেই নয়, কিংবা মন্ত্রী হিসেবেই নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে অনুসরণ করে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবার লিখলেন থিম সং। এই কাজে মুখ্যমন্ত্রীই তাঁর প্রেরণা। গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাবের পুজোয় মুখরিত হবে তাঁর লেখা গান। তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও তিনি এই পুজোর বিষয় ভাবনার উপর গান রচনা করেছেন। এবার তাঁর লেখা থিম সং— আমার জননী তুমি দশভূজাধারিণী...। গানটিতে সুরারোপ করেছেন দেবাদিত্য চৌধুরী। গেয়েছেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রাঘব। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের লেখা সেই গান রাঘবের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে পুজোর মণ্ডপে। ইতিমধ্যেই তা রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই তা রিলিজ হতে চলেছে।

গড়িয়াহাটের হিন্দুস্তান ক্লাবের মহিলা পরিচালিত পুজোর প্রধান উপদেষ্টা স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। পুজোর ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি থিম সং-এও বিশেষ নজর তাঁর। ইতিমধ্যেই তাঁর গানের ভিডিও ক্লিপিংস সামনে এসেছে। পুরো থিম সং ও পুজোর থিম জানতে আর সামান্য অপেক্ষা।

রীতি মেনে শত্রু বলি হয় চক্রবর্তী পরিবারে

প্রতিবেদন : কথায় আছে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই আজও দুর্গাপুজোয় শত্রুর বলি হয় ভদ্রেশ্বরের চক্রবর্তী পরিবারে। তবে এই শত্রু মনুষ্য শত্রু নয়। এগুলো ষড়রিপু। হিন্দু ধর্মমতে, মানব মনের ছয়টি শত্রু হল, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এই ষড়রিপু মানুষকে মোক্ষ লাভে বাধা দেয়। তাই এই ষড়রিপুকেই শত্রুরূপে বিনাশ করা হয় চক্রবর্তী বাড়িতে। আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে পুতুল তৈরি করা হয় এবং তাকে কচুপাতায় মুড়ে বলি দেওয়া হয় প্রতীকী রূপে।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় বাংলাদেশে প্রথমে পুজোর প্রচলন হয়। স্বাধীনতার পর ভারতে চলে আসে চক্রবর্তী পরিবার। পরিবারের অনেকেই এখন বিদেশে রয়েছেন কর্মসূত্রে। কিন্তু পুজোর সময় সকলেই বাড়িতে ফিরে আসেন।

এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কার্তিকের জায়গায় বসানো হয় গণেশকে। অর্থাৎ দুর্গার বামদিকে রাখা হয় গণেশকে। চণ্ডীঘাটের পাশেই থাকে গণেশ। বাইশটি ঘটে হয় দুর্গাপুজো। এছাড়াও ঘটের উপর শুকনো নারকেল ও কলার ছড়া দেওয়া হয়। সেটা যাতে আড়ালে থাকে তার জন্য কাপড় দিয়ে আচ্ছাদন দেওয়া হয়। এই বাড়িতে আগে পশুবলি নিয়ম থাকলেও বর্তমানের তা উঠে গিয়ে চালকুমড়ো এবং আখবলি দেওয়া হয়। ৪০০ বছরের পুরনো পুঁথি নিয়ম মেনে হোমযজ্ঞ করেই হয় পুজো।

রাজ্য
18 September, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তরপাড়ার নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার খুনে অবশেষে মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার। ধৃতের নাম স্বপন বারুই। তার বিরুদ্ধে প্রায় ৩০টি অপরাধের মামলা রয়েছে। রয়েছে খুনের অভিযোগও

আদালতের বিভিন্ন প্রকল্পে পঞ্চাশ কোটি দিল রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্যের নিম্ন আদালত ও কলকাতা হাইকোর্টে ঝুলে থাকা ১৪টি প্রকল্পের কাজ শেষ করতে ৫০ কোটি টাকা দিল রাজ্য সরকার। ওই টাকা অনুমোদনের জন্য অর্থ দফতরের কাছে ফাইলও পাঠানো হয়েছে বলে হাইকোর্টে জানাল রাজ্য। এ-নিয়ে দায়ের হওয়া এক মামলায় বুধবার রিপোর্ট দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। এই সংক্রান্ত আরও ৫৩টি ফাইল পাঠানো হয়েছে রাজ্যের কাছে। সেগুলির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কি না তা জানতে চায় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। এ-নিয়ে হাইকোর্টকে অবগত করতে সাতদিন সময় চেয়েছেন মুখ্যসচিব। আদালত অবশ্য জানতে চেয়েছে, কেন রাজ্যের কোনও জেলায় নিম্ন আদালতের

প্রতিদিনের খরচের জন্যে কোনও ফান্ড নেই। এই নিয়ে মুখ্যসচিব উত্তর দেবেন। বিচারপতি বসাকের বক্তব্য, জেলায় পাঁচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক কাজের জন্য দেওয়ার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা শেষ। জেলায় নেট সিস্টেম বসে গেছে। সেই কাজ করা যাচ্ছে না। অফিস স্টেশনারি কেনারও টাকা নেই কোনও জেলায়। আন্দামানে একমাত্র আছে। সেটা আপনাদের মধ্যে পড়ে না। আদালত মুখ্যসচিবকে বলেন, পেপারলেস হাইকোর্ট করার ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমরা ক্লোজ মনিটর করছি। বিচারপতি ফের বলেন, আমাদের জেলা ও হাইকোর্টে কর্মীর প্রয়োজন। আপনাদের কাগজ পাঠানো আছে। আপনাদের দু'জন অফিসার সমন্বয়ের জন্য দেওয়ার কথা প্রশাসনিক বৈঠকে বলা হয়েছিল। তার কী হল, যাঁরা পেনশন-সহ বিষয়গুলি দেখবেন। মুখ্যসচিব জানান, এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা রয়েছে। পে কমিশন নিয়েও একটা মামলা চলছে।

জবার তুলির টানে পটচিত্রে মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্প

অনুরাধা রায়

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। স্বাস্থ্যসাথী, দুয়ারে সরকারও। তুলের টানে নিখুঁত আঁকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলি তুলে ধারা হয়েছে পটচিত্রে। শিল্পী জবা চিত্রকর। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার বাসিন্দা। ওই পট হাতে নিয়েই সুরেলা কণ্ঠে দুয়ারে সরকারের গান গাইছেন তিনি। সম্প্রতি বিএনসিসিআইয়ের উদ্যোগে পুজোর মেলা বসেছিল ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে, সেখানেই দেখা মিলল ওই শিল্পীর। তাঁর আঁকা পট আর সুরেলা কণ্ঠে গান শুনে সকলেই এগিয়ে যাচ্ছেন স্টলের দিকে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পগুলি পটচিত্রে ফুটিয়ে তোলার ভাবনা এল কীভাবে? মৃদু হেসে জবা বললেন, মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে হারিয়ে যেতেন গ্রামবাংলার শিল্পীরা। তিনি মেয়েদের এগিয়ে দিয়েছেন, শিল্পীদের কথাও ভেবেছেন। তাঁর জন্যই আমরা বিভিন্ন মেলায় নিজেদের শিল্প তুলে ধরতে পারছি। জবাকে ছবি আঁকা এবং গান

পট হাতে নিয়েই দুয়ারে সরকারের গান গাইলেন জবা চিত্রকর।

বাঁধতে সাহায্য করেন স্বামী মন্টু চিত্রকর। জবা যখন পট হাতে দর্শকদের দেখাচ্ছেন তখন পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামীও। তিনি বললেন, দুয়ারে সরকার নিয়ে গান বেঁধেছি আমরা। জেলা প্রশাসনের তরফে ওই গানের প্রশংসা হয়েছে। জেলায় প্রকল্পের প্রচার কিংবা অনুষ্ঠানেও ডাক পান এই জুটি। গান দুয়ারে সরকারের গান। দুয়ারে সরকারের গানের জন্য তাঁদের প্রশাসনের তরফে আর্থিক সম্মানও দেওয়া হয়। মন্টু বলেন, পিংলার পটচিত্র গ্রামে ১৬০টিরও বেশি পরিবার এই শিল্পে যুক্ত। তাঁদের তৈরি ছবি ও সামগ্রী দেশ-বিদেশে সমাদৃত। জিআই ট্যাগ পাওয়া এই শিল্প পৌঁছে গিয়েছে প্যারিস, লন্ডনেও। পটচিত্র আঁকা হয় আর্টপেপার, ব্রাউনপেপারের পাশাপাশি শাড়ি, ওড়না, পাঞ্জাবি, কুর্তি থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর জিনিসেও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন গ্রামবাংলার শিল্পীরা। স্বপ্নের দিদিকে আমাদের ধন্যবাদ।

পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি, উদ্ধার জুতো

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবেদন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যুর পাঁচদিন পরও ধোঁয়াশা কাটেনি। নিহত ছাত্রীর বাবা-মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের তদন্তে নেমেছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। বুধবার ফের কলকাতা পুলিশের ডিসি (এসএসডি) বিদিশা কলিতার নেতৃত্বে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীদের নিয়ে ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। ৪ নং গেটের কাছে যে পুকুরের জলে ডুবে অনামিকার মৃত্যু হয়েছিল, এদিন সেই পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেকের তল্লাশিতে উদ্ধার হয় একজোড়া সাদা মহিলাদের জুতো। যদিও সেগুলো নিহত ছাত্রীরই জুতো কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত্যুর পর থেকেই নিহতের

পুকুর থেকে উদ্ধার একজোড়া জুতো।

জুতো, ওয়ালেট ও চশমা পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলির খোঁজেই এদিন বিকেলের দিকে পুকুরে পাঁচজন ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। বিকেল ৫টা থেকে সাতটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পর শুধুমাত্র একজোড়া সাদা জুতো উদ্ধার হয়। পড়ুয়ার বাবা-মায়ের কথামতো, ঘটনার দিন অনামিকা সাদা রঙের জুতো পরেই বেরিয়েছিলেন। আবার ঘটনার দিন যে তিন নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন, এদিন তাঁদের ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয়। গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুরোটা ভিডিওগ্রাফি করা হয়। অন্যদিকে, ঘটনার দিন কর্মরত এক নিরাপত্তারক্ষীর বয়ানে আরও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, বৃহস্পতিবার রাতে অনামিকার পুকুরে পড়ে যাওয়ার খবর দিতে এসেছিল যে তরুণী, তাকে আর কখনওই ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি। খুব সম্ভবত ওই তরুণী বহিরাগত!

যাদবপুরে শ্লীলতাহানি, অভিযুক্ত বামনেতা

প্রতিবেদন : যাদবপুরে ছাত্র ফেডারেশনের নেতার বিরুদ্ধেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ইউনিটের সহ সম্পাদক সৌমিক মণ্ডলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। মূল অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংগঠনের। শান্তিনিকেতনে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণে ঘটনা ঘটে। যাদবপুরে বর্তমান পরিস্থিতির আবহাওয়ায় নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ছাত্র ফেডারেশন সৌমিককে সংগঠন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন হল, ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে যখন এই মারাত্মক অভিযোগ, তখন কেন সংগঠনের তরফ থেকে পুলিশে এফআইআর করা হবে না? কেন গ্রেফতার করে এই ঘটনার তদন্ত করা হবে না?

কেন গ্রেফতার নয়

ঘটনা হল, যাদবপুরে সমস্ত ঘটনার পিছনে কোথাও না কোথাও বাম বা অতিবাম সংগঠনগুলি জড়িয়ে রয়েছে। ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যুর পিছনেও বাম নেতৃত্বের যুক্ত থাকার আভিযোগ উঠেছে। এর পাশাপাশি ফের শ্লীলতাহানির অভিযোগ। বাম ছাত্র সংগঠন দল থেকে সরিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘটনার তদন্ত করে আইনি পথেই অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়ার দাবি উঠেছে সব মহলেই।

এর আগে দমদম এলাকার এক এসএফআই নেতার বিরুদ্ধে কুপ্রস্তাব দেওয়া এবং প্রতিশোধ নেওয়ার অভিযোগে তুলে ইস্তফা দিয়েছিলেন সংগঠনের এক নেত্রী। ওই ছাত্রনেতা তাঁকে বারবার মদ্যপানের প্রস্তাব দিতেন এমনকী ফাঁকা ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য জোর করতেন। যৌন সম্পর্কের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। ওই এসএফআই নেতা ছাত্রীকে সিপিএমের ফেসবুক পেজের অ্যাডমিন করার টোপও দিয়েছিল। একমাসের মধ্যেই প্রায় একই ঘটনা। এবং ঘটনাচক্রে অভিযুক্ত সৌমিক ও আক্রান্ত ছাত্রীটিও ইংরেজি বিভাগের।

বেহারাদের কাঁধে চেপেই কৈলাসে পাড়ি দেন উমা

রাহুল রায়

শৈশবকালে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যখন নানান ধরনের খেলায় মেতে উঠত, ঠিক তখনই শিকরা কুলীন গ্রামের বাসিন্দা আনন্দমোহন ঘোষ এবং হেমাঙ্গিনী দেবীর একমাত্র পুত্রসন্তান রাখালদাস ঘোষ মেতে উঠতেন পূজা পূজা খেলায়। বোধন তলার চারপাশে তাঁকে দেখা যেত শ্যামাসঙ্গীত গাইতে। এই ইতিহাসকে জড়িয়েই শুরু হয়েছিল শিকরা কুলীন গ্রামে দুর্গাপুজো। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, জব চার্নক তখন সবে ক্যালকাটার পত্তন ঘটিয়েছেন। সালটা ১৭০০। তখনই বসিরহাটের শিকরা কুলীন গ্রামে গোল পাতায় হাওয়া মাটির আটচালায় দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু হয়। এই আরাধনা করতে শুরু করেন দেবিদাস ঘোষ। পরবর্তীকালে কালীপ্রসাদ ঘোষ পাঁচখিলানযুক্ত পাকা দুর্গা দালান তৈরি করেন।

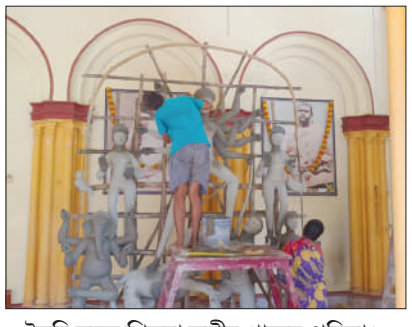

তৈরি হচ্ছে শিকরা কুলীন গ্রামের প্রতিমা।

এরপর থেকে সেখানেই দেবী দুর্গার আরাধনা হচ্ছে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন রাখালদাস ঘোষ। যিনি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানস পুত্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই হিসেবে পরিচিত হন। তখন তাঁর নাম হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ। শৈশবকাল থেকেই ব্রহ্মানন্দ দুর্গাদালানে দেবীর রূপ দেখে ধ্যানে মগ্ন হতেন। নিজের জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন এ পুজো যেন বন্ধ না হয়। সেই থেকে যাবতীয় প্রথা মেনে চলে আসছে দুর্গাপুজো।

কালের নিয়মে বাড়ির সদস্যরা এখন দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন পেশার খাতিরে। কিন্তু এই পুজোর ক'টা দিন সকলেই ফিরে আসেন বাড়িতে। মহালয়ার পর প্রতিপদে পুজোর দেবী ঘট প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠীতে হয় বোধন অষ্টমীর দিন ভক্তদের জন্য লুচির আয়োজন করা হয়। এরপর দশমীতে কাহার সম্প্রদায়ের বেহারাদের কাঁধে চেপে মা পাড়ি দেন কৈলাসে। তারপর আবার একটা বছরের অপেক্ষা উমার বাপের বাড়িতে ফেরার।

ছবি : সৌমাভ মণ্ডল

প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া করে দুর্গাপুজো বিজেপিকে কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : পাড়ার পুজোর সঙ্গেও রাজ্যের বিজেপি নেতাদের সম্পর্ক নেই। তাই ভোটের আগে সল্টলেকে হল ভাড়া করে পুজোয় মেতেছেন! 'ভোটপাখি' বিজেপির এই জোর করে বাঙালি সাজার চেষ্টাকে তীব্র আক্রমণ করল তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, তৃণমূলের পুজো করতে গেলে হল ভাড়া করতে হয় না। নাম ধরে ধরে বলে দেওয়া যায় কোন নেতা কোন পুজো করেন। কিন্তু বিজেপির নেতাদের বাংলার দুর্গাপুজোর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই। বাংলার হাজার-হাজার পুজো হয়। তার মধ্যে মাত্র তিন-চারটে পুজোর সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক আছে। তাও বিজেপির যাঁরা সেই পুজোর সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাও অন্য দল থেকে এসেছেন। এখন আবার সল্টলেকে হল ভাড়া করছেন পুজো করবেন বলে! তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্যের কথায়, এটাই প্রথম নয়। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি দু'বার সল্টলেকের ইজেডসিসি'তে পুজো করেছিল। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ২ বছর পুজো বন্ধ ছিল। আবার লোকসভা ভোটের আগে পুজো শুরু করেছিল। বাঙালি যেমন বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহিষাসুরমর্দিনী শুনে আর কাশফুল ফুটতে দেখে বুঝতে পারে পুজো আসছে, তেমনই নির্বাচন আসছে কি না বোঝা যায় 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' প্রতিযোগিতায় বিজেপির বাঙালি সাজা দেখে!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গঙ্গার জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের মানিকচক ব্লকের বন্যা কবলিত ভূতনীর জুলাব্দিটোলা এলাকায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে

আমার বাংলা
18 September, 2025 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ক্রান্তি, দুর্গতদের পাশে দল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ক্রান্তি। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাসুসুবা এলাকায় হঠাৎ জলবন্দি পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েন অন্তত ১০০টি পরিবার। মঙ্গলবার রাতেই ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে উদ্ধার করে তাঁদের নিয়ে আসা হয় সরকারি ত্রাণ শিবিরে। সেখানে দুর্গতদের জন্য দ্রুত খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসও পাশে দাঁড়ায় দুর্গত মানুষদের। ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহাদেব রায় নিজে শিবিরে উপস্থিত থেকে বন্যাদুর্গতদের হাতে তুলে দেন প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী। মহাদেব রায় বলেন, মানুষ বিপদে পড়লেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পাশে দাঁড়ায়। প্রশাসন ও শাসক দলের কর্মীরা সর্বদা মানুষের পাশে আছেন। কেউ যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সেই জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি দুর্গতদের খোঁজখবর নিয়ে আশ্বস্ত করেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বুধবার বেলা বাড়তেই জল নামতে শুরু করে। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় বেশিরভাগ পরিবারই ঘরে ফিরে যান। তবে ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে আবারও দুর্গতদের সরকারি শিবিরে নিয়ে আসা হবে।

দুর্গতদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন দলীয় কর্মীরা।

বৈঠকে সাংসদ সামিরুল ইসলাম।

পরিযায়ী শ্রমিকদের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করলেন সাংসদ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে আছে। ইতিমধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী চালু হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে। পোর্টালগুলিতে নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে শ্রমিকদের। এবারে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও শ্রম দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। এদিন রায়গঞ্জে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, অতিরিক্ত জেলাশাসক মানস মণ্ডল, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সানা আখতার প্রমুখ। এই বৈঠকে অংশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যা যা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে তার পর্যালোচনা করা হয়। বুধবার রাজ্য সভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম জানান, ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাংলার বহু শ্রমিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে হেনস্থার শিকার হয়েছে। বাংলা বলায় চরম শারীরিক নির্যাতন করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেই সব শ্রমিকদের শুধু পরিবারের কাছে ফেরত আনার ব্যবস্থাই নয়, বরং তাদের কাজ পাওয়ানো ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই কাজগুলোর গতিবিধি পর্যালোচনা করার জন্যই হল বৈঠক।

পাশে বিধায়ক

হায়দরাবাদে নির্মাণকাজে গিয়ে মৃত্যু মালদহের শ্রমিকের। নাম তাজামুল হক (৪০)। বুধবার ওই শ্রমিকের দেহ ফেরে। শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি। ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক মোঃ রকিবুল হক, প্রধানের প্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতৃত্ব। তাঁরা শোকপ্রকাশের পাশাপাশি মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন, প্রয়োজনীয় অর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

ডেঙ্গি মোকাবিলায়

ডেঙ্গি মোকাবিলায় আগাম সতর্ক কোচবিহার পুরসভা। পুজোর মুখে বিগ বাজেটের পুজোতে শিবির করে ডেঙ্গি সচেতনতায় লিফলেট বিলি ও মাইকিং করবে পুরসভা। দেবীবাড়ি মন্দিরের সামনে হবে স্বাস্থ্য শিবির। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। তবে ডেঙ্গি মোকাবিলায় সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করতে এই পুজোয় স্পেশাল ড্রাইভ দিচ্ছে পুরসভা।

তিস্তা-জলঢাকায় লাল সতর্কতা জারি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: উত্তরে বৃষ্টি চলছেই। পাহাড় ও সমতলে টানা বর্ষণে বাড়ছে তিস্তা, জলঢাকা-সহ একাধিক নদীর জলস্তর। ইতিমধ্যেই তিস্তা সংলগ্ন বেশ কিছু কিছু জায়গায় ঢুকেছে জল। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জল ঢুকে পড়া গ্রামগুলি থেকে মানুষকে উদ্ধার করে রাখা হয়েছে সরকারি ত্রাণ শিবিরে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মানুষের সুরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। তিস্তা নদীর মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত উভয় এলাকায় লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। পাশাপাশি, এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর উপর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা এবং সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা বলবৎ রয়েছে। অপরদিকে তিস্তার দোমহনি অঞ্চলের সংরক্ষিত এলাকায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। বুধবার সকালে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে ১৮২৮ কিউমেক এবং কালীঝোরা ব্যারেজ থেকে ১৭০৬ কিউসেক জল ছাড়া হয়। ক্রমাগত জল ছাড়ার ফলে নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে নদী পার্শ্ববর্তী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে আরও মানুষজনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে। বৃষ্টির পরিমাণও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে প্রশাসন মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে নদী সংলগ্ন এলাকা ও ব্যারেজ লাগোয়া অঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্কবার্তা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভাল কাজে পুরস্কৃত হলেন এনবিএসটিসির কর্মীরা

পুরস্কার বিতরণে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়।

সংবাদদাতা, কোচবিহার: সংস্থার কর্মীদের উৎসাহী করতে উদ্যোগ এনবিএসটিসির। ভাল কাজে পুরস্কার পেলেন এনবিএসটিসির কর্মীরা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, মেকানিক্যাল স্টাফ, চেকিং স্টাফদের পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার কোচবিহার ডিভিশনের সেরা কর্মীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। জানা গেছে, ১৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি ডিভিশনের পুরস্কার বিতরণ করা হবে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। সেই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় এদিন বলেন, কর্মীদের কাজে উৎসাহ দিতে এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ নিগম। সংস্থার প্রায় ৩৪ জন কর্মী এবছর পুরস্কৃত হচ্ছেন। সংস্থা সূত্রে খবর, কোচবিহার শিলিগুড়ি রায়গঞ্জ বহরমপুর ডিভিশনের চল্লিশজন কর্মীকে পুরস্কৃত করা হবে। জানা গেছে, চালক, মেকানিক, পরিদর্শক-সহ নানা স্তরের কর্মীদের ১০ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। প্রতিটি ডিপো থেকে প্রায় দশজনকে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, কোচবিহার ডিভিশনের মধ্যে চালক রয়েছেন চারজন, কন্ডাক্টর রয়েছেন তিনজন, চেকিং স্টাফ রয়েছেন একজন ও মেকানিক্যাল স্টাফ আছেন একজন। কোচবিহার ডিপোতে নয়জনকে পুরস্কৃত করা হবে।

শিলিগুড়িতেও হচ্ছে দিঘার জগন্নাথ মন্দির

সুদিপ্তা চট্টোপাধ্যায় • শিলিগুড়ি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দিঘায় হয়েছে জগন্নাথ মন্দির। এই মন্দিরের টানেই দিঘায় বেড়েছে পর্যটকদের সংখ্যা। দিঘার এই জগন্নাথ মন্দির এবার উঠে এসেছে দুর্গাপুজোর থিমেও। কলকাতা, বর্ধমানের পর এবার শিলিগুড়ির দুর্গাপুজোর মণ্ডপও তৈরি হচ্ছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে। সৌজন্যে ঘুঘুমারি জনশ্রী ক্লাব। তাদের ৫৬তম বর্ষের দুর্গাপুজোয় দর্শনার্থীদের জন্য নিয়ে এসেছে এক বিশেষ চমক। এবারের থিম দিঘার জগন্নাথ মন্দির। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে রাজ্যবাসীর জন্য দিঘায় তৈরি হওয়া জগন্নাথ মন্দির যেন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে ক্লাবকে। সেই সৌন্দর্য ও ভাবনাকে শহরবাসীর কাছে তুলে ধরতেই এই থিমকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পুজোর মূল উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য উন্মুক্তভাবে প্যান্ডেলটি প্রদর্শন করা। তবে টানা বৃষ্টির কারণে কিছু কাজ বাধাপ্রাপ্ত হলেও তাঁরা চেষ্টা করছেন খুব শীঘ্রই পূজামণ্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দিতে। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে, মা দুর্গার প্রতিমার পাশাপাশি থাকছে জগন্নাথদেবের মূর্তিও, যা এই থিমকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে। সবচেয়ে বড় কথা, পুরো মণ্ডপটি তৈরি হচ্ছে পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে। পুজো উদ্যোক্তারা বলছেন, এই মণ্ডপ দেখতে এবার রেকর্ড দর্শনার্থী আসবেন।

জোরকদমে চলছে মন্ডপ তৈরির কাজ।

আমার বাংলা
18 September, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : ইতিমধ্যে বিজেপি-শাসিত একাধিক রাজ্যের বিরুদ্ধে ভাষাসন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে। সেই আবহে এবার তামিলনাড়ুতে কাজে গিয়ে নিখোঁজ হলেন পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের শেখ সামিরুল। জানা গিয়েছে, ভগবানপুর ১ ব্লকের বেণুদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বেণুদিয়ার বছর একুশের এই যুবকটি প্রায় এক বছর আগে তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের হোটেলে কাজে যান। পরিবারের সঙ্গে তাঁর যথারীতি যোগাযোগও ছিল। তবে গত প্রায় ২২ দিন তাঁর কোনও খোঁজ না পেয়ে উদ্বিগ্নে রয়েছে পরিবার। তাঁদের দাবি, গত অগাস্টের ২৬ তারিখ সামিরুলের সঙ্গে শেষবার কথা হয়। ২৭ তারিখ থেকেই নিখোঁজ সামিরুল। নিখোঁজের কথা ওই হোটেলেরই কর্মী এবং সামিরুলের এক আত্মীয় তাঁর পরিবারকে এ কথা জানান। ইতিমধ্যে ৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। নিখোঁজের দাদা শেখ সাকিরুল বলেন, আমরা ওখানকার স্থানীয় থানা এবং ভগবানপুর থানার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। এখনও পর্যন্ত ভাইয়ের খোঁজ পাইনি। সরকারের কাছে আবেদন, আমার ভাইকে খুঁজে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরানো হোক।

শিল্পাঞ্চলের পুজোয় আড্ডা-চেয়ারম্যান

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ফায়ার সার্ভিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। দুর্গাপুর অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের এই পুজোর উদ্বোধন করেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত। এই উপলক্ষে ওই কেন্দ্রে সকালে পুজোর পর দুপুরে খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। দুর্গাপুর অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের আধিকারিক পার্থসারথি ঘোষ বলেন, মঙ্গলবার পুজোর উদ্বোধন করেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান। বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে মহালয়ার দিন রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ফল বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলি আলোয় সেজেছে । বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতে উঠেছেন শ্রমিক থেকে শুরু করে তাঁদের পরিবারের মানুষজন।

বিরিয়ানি স্টলে আগুন

সংবাদদাতা, ডেবরা : বুধবার সকাল ১০ নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা বাজারে অবস্থিত একটি বিরিয়ানির দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে হঠাৎ করে আগুন জ্বলতে শুরু হয়। নজরে পড়া মাত্রই এলাকায় কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার ও এলাকাবাসী ছুটে আসেন। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তবে দমকল আসার আগেই আগুন নেভানো সম্ভব হয়। তবে জনবহুল বাজারের ওপর অবস্থিত ওই বিরিয়ানির দোকানটির ফায়ার লাইসেন্স আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।

পাড়া শিবিরে রাজ্যে প্রথম স্থানে পশ্চিম মেদিনীপুর

২০ লক্ষ মানুষ এসেছেন বিভিন্ন ক্যাম্পে

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে মানুষের উপস্থিতির সংখ্যা ২০ লক্ষ পেরোল। এর ফলে রাজ্যে এই জেলা পৌঁছল প্রথম স্থানে। জানা গিয়েছে, জেলার ২১টি ব্লকেই চলছে এই কর্মসূচি। প্রতিটি শিবিরে দেড় থেকে দু'হাজার মানুষ আসছেন। প্রশাসন কর্তারা জানান, শুধু কেশপুর ব্লকেই ২ লক্ষ ৫ হাজার মানুষ পাড়া শিবিরে হাজির হন। এখনও বেশ কিছু এলাকায় শিবির হবে। শিবিরে নানা প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারছেন মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, আগে পাড়ার ছোট-বড় সমস্যা থাকলেও কিছু করা যেত না। এই শিবিরে আধিকারিকেরা ছাড়াও থাকছেন জনপ্রতিনিধিরা। সমস্যার কথা জানালেই বিষয়টি লিখে রাখা হচ্ছে। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, নিজে বিভিন্ন শিবিরে থেকেছি। জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও শিবিরে আসছেন। বহু এলাকার অজানা সমস্যার কথা সামনে আসছে। দ্রুত সেগুলির সমাধানও হবে। মানুষ মনের কথা বলতে পারছেন। মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, আজ পর্যন্ত কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কর্মসূচি

■ আমার পাড়া শিবিরে জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি।

করতে পারেননি। গ্রামের মানুষ এসে সমস্যার কথা বলছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার চায় মানুষের বাড়ি বাড়ি পরিষেবা পৌঁছে দিতে। সেই লক্ষ্যে কয়েক বছর আগে চালু হয় দুয়ারে সরকার শিবির। প্রথম বছর থেকেই রাজ্য জুড়ে সেই শিবির ব্যাপক সাড়া ফেলে। সেই শিবিরের মাধ্যমে শুধু পশ্চিম মেদিনীপুরেই কোটির বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। তবে সম্প্রতি বিভিন্ন পাড়ার সমস্যা নিয়ে নানা অভিযোগ সামনে আসছিল। রাজ্য প্রশাসনের নজরেও বিষয়টি আসে। তারপরই রাজ্য সরকার এই কর্মসূচি শুরু করে। সরকারের লক্ষ্য, পাড়ার একজন মানুষও যেন সমস্যায় না থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই রাজ্য ব্যাপী এই কর্মসূচি চলছে। জেলা প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, শুধু পশ্চিম মেদিনীপুরেই ১ হাজার ৯৬টি শিবির হয়েছে। সবং ব্লকে ১ লক্ষ ১৬ হাজার, নারায়ণগড়ে ১ লক্ষ ৮ হাজার, গড়বেতা ৩ ব্লকে ১ লক্ষ ৭ হাজার, ডেবরায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার, শালবনিতে ৯৬ হাজার মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা গিয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি থাকলেও ঘাটাল ব্লকেও ৭৩ হাজারের বেশি মানুষ যোগ দেন। জেলা পরিষদের দলনেতা মহম্মদ রফিক বলেন, কেশপুর ব্লকের প্রতিটি কর্মসূচিতে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রাখতে জানেন।

সবংয়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ৩০ পরিবার

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : জেলার সবং ব্লকের কলসবাড় বুথ তৃণমূল কংগ্রেসের একটি সভায় বুধবার কলসবাড় গ্রামের তপন টুডু, পিন্টু সিং, মদন বর্মন, নারায়ণ দাস, গৌরহরি দাস, বৃন্দাবন বর্মন-সহ ৩০টি পরিবারের সদস্যরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন সবংয়ের তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম মাইতি-সহ অন্যরা। দলে নবাগতরা জানান, বাঙালি বিদ্বেষী ও ধর্মীয় বিভাজনে বিশ্বাসী বিজেপিতে থাকা যায় না। বিপরীতে বাংলার মানুষের উন্নয়নে সদাসচেষ্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল এবং মা-মাটি-মানুষের রাজ্য সরকার। তাই বাংলার জন্য, মানুষের জন্য কিছু করতে হলে তৃণমূলই উপযুক্ত দল। তাই আমরা বাংলাবিরোধী ওই দল ছেড়ে সকলে তৃণমূলের পতাকা হাতে নিলাম।

■ নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা দান।

ফের সিসিটিভির বিরোধিতা বাম ছাত্রদের, পাল্টা তোপ সুদীপের

প্রতিবেদন : দীর্ঘদিন ধরে বাম-অতিবাম ছাত্রদের দৌরাত্ম্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কার্যত নেই কোনও সিসিটিভি। তার জন্য সম্প্রতি মৃত পড়ুয়ার তদন্তেও প্রতিপদে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে পুলিশকে। এই ঘটনার পরও যাদবপুরের স্বঘোষিত বিপ্লবী ছাত্ররা মিটিং ডেকে দাবি তুলেছে, ক্যাম্পাসে সিসিটিভি লাগাতে হলে নাকি তাদের অনুমতি নিতে হবে! বাম-অতিবাম ছাত্রদের একচেটিয়া নৈরাজ্যকে সমূলে উৎখাত করার দাবি তুলেছেন তৃণমূল যুবনেতা সুদীপ রাহা। তাঁর দাবি, এই নৈরাজ্যবাদী শক্তিকে কঠোরহাতে দমন করা প্রয়োজন। বছর বছর গ্রাম-মফস্বল-শহরতলি থেকে একবুক স্বপ্ন নিয়ে পড়তে আসা ছেলেমেয়েদের অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হবে, আর এরা তার প্রমাণ লোপাটের স্বার্থে সিসিটিভির বিরোধিতা করবে, এটা চলতে পারে না। এদের দৌরাত্ম্যে যাদবপুর কার্যত অচলায়তন। যারা সিসিটিভির বিরোধিতা করছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আর কোনও বাবা-মায়ের কোল যাতে খালি না হয়, তা সুনিশ্চিত করতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রয়োজন। সুদীপের দাবি, যাদবপুরে চাই স্থায়ী উপাচার্য।

প্রাচীন রীতি মেনে ৩৫০ বছর ধরে চলে আসছে পটের দুর্গার পুজো

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • পটাশপুর

কয়েকশো বছর আগের কথা। পিংলার পটশিল্পীদের হাতে তৈরি হত পটের দুর্গা। পটদুর্গার ছবি এঁকে পুজো হত পঁচেটগড় রাজবাড়িতে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পটশিল্পীদের সংখ্যাও কমে এসেছে। তবুও প্রাচীন সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের পঁচেটগড় রাজবাড়ির সদস্যরা। মাটির প্রতিমার বদলে প্রাচীন পটচিত্রে আজও দেবী আরাধনা হয়ে চলেছে জেলার প্রাচীন এই রাজবাড়িতে। এই পুজোর বয়স হয়ে গেল প্রায় ৩৫০ বছর। এক সময় জাঁকজমক করে রাজবাড়ির দুর্গাপুজো হত। প্রবীণদের মতে পঁচেটগড় রাজবাড়ির সদস্যরা বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হওয়ার পর বেশ কিছু বছর দুর্গাপুজো বন্ধ ছিল। কিন্তু পরে ফের রাজ পরিবারের হাত ধরে দেবী পটদুর্গার আরাধনা শুরু হয়। বিলুপ্ত সেই ধারাকে আজও বয়ে নিয়ে আসছেন বর্তমান রাজ পরিবারের সদস্যরা। আজও ক্যানভাসের ওপর দুর্গার পটচিত্র এঁকেই পুজো হয়। তবে সেই সময় পটশিল্পীদের শিল্পকলার উঠে আসত

প্রাচীন লোককথা এবং পুরাণের গল্প। পটশিল্প বিলুপ্ত হলেও পটের ওপর দেবীর রূপ আজও অমলিন। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায়, এই রাজ পরিবারের সদস্য মুরারীমোহন দাস মহাপাত্র এক সময় মুঘল সম্রাট আকবরের কর্মচারী ছিলেন। সেখান থেকে চৌধুরি উপাধি লাভ। আগে পুজোর সময় বসত গানবাজনার আসর। পুজোর শোভাযাত্রায় অংশ নিত পাইক-পেয়াদারা। তবলা, সারেঙ্গীর অপরূপ শব্দ-এ মোহিত হতেন আশপাশের

পঁচেটগড় রাজবাড়ি

লোকজন। জলসাঘরে অংশ নিতেন ওস্তাদ তসুদ্দক হোসেন, বামাচরণ ভট্টাচার্য, সংগীতগুরু যদুভট্টের মতো প্রখ্যাত শিল্পীরা। এই রাজবাড়ি ২০১৮ সালে হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব গেলেও পুজোর আভিজাত্য আজও বর্তমান। পুজোর নিয়মরীতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও ষষ্ঠীর দিন শোভাযাত্রা সহকারে রাজবাড়ির ঘট উত্তোলন করা হয়। সেখানে রাজ পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয়রাও অংশ নেন। পুজোর কয়েকদিন রাজ পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয়রা মেতে ওঠেন আনন্দ উৎসবে। পর্যটকদের ভিড়েও ভোরে ওঠে রাজবাড়ি প্রাঙ্গণ। পটচিত্রের সামনে ঘট স্থাপন করে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণব মতে পুজো হয়। রাজ পরিবারের সদস্য ফাল্গুনী দাস মহাপাত্র বলেন, এই পুজো পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধ। এটি আমাদের কাছে শুধু ধর্মীয় আচার নয়। সব মিলিয়ে আধুনিকতার মাঝেও আজও প্রাচীন এই রাজবাড়ির পুজো এলাকাবাসীর মন জুড়ে রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মানসিক অবসাদে গলায় দড়ি দিলেন তমলুক কাঁকটিয়ার তমাল প্রামাণিক (৩২)। মুম্বই-সহ বিভিন্ন শহরে হোটেলে কাজ করতেন। মাসখানেক আগে অসুস্থ হয়ে বাড়ি আসেন। অপারেশনে পায়ের বুড়ো আঙুল বাদ যায়। আর্থিক অনটন দেখা দেয়

আমার বাংলা

18 September, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

বছরভর দুই মেয়েকে নিয়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি গড়েন ইসমাইল

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ' লিখেছিলেন কাজি নজরুল। ভারতবর্ষ নানা সংস্কৃতির দেশ।

■ কালীমূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত ইসমাইল চিত্রকর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা সম্প্রীতির বাংলা। তাই এই বাংলায় প্রত্যেক জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে মেতে উঠেন শারদীয়া উৎসবে। সামনেই পুজোর মরশুম। তাই ব্যস্ত এখন শিল্পীপাড়া। কেউ মূর্তি তৈরিতে, কেউ আবার সাজসজ্জা ও পটচিত্র তৈরিতে। তবে শুধুমাত্র যে হিন্দু শিল্পীরাই দুর্গা-সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন তা নয়। মুসলিম ধর্মের মানুষ হয়েও সারা বছর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে চলেছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ব্লকের নাড়াজোল গ্রামের ইসমাইল চিত্রকর। বর্তমানে বড় প্রতিমার থেকেও ছোট ছোট লক্ষ্মীপ্রতিমা, বিশ্বকর্মা, মা কালী ও বিভিন্ন পটচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের বিগ্রহ তৈরি করতে তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালেও পাড়ি দেন। তবে ধর্ম তাঁর কাজে সমস্যা তৈরি করে না বলে জানান ইসমাইল চিত্রকর। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ইসমাইল এবং তাঁর দুই মেয়ে হাসিনা ও আসপিয়া বাবার কাজে সহযোগিতা করতে করতে আজ নিজেরাও এটাই পেশা হিসেবে নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, দাদুর আমল থেকেই এই পেশা আমাদের পরিবারের। তাই আমরাও এটাকেই জীবিকা হিসেবে নিয়েছি। সকালসন্ধ্যা দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই ইসমাইলবাবু ব্যস্ত থাকেন মূর্তিতে। এ বছর পুজোয় অনেক অর্ডার আসায় কাজের চাপ রয়েছে। আর এই কাজ করে পেটের ভাতের পাশপাশি মনের আরামও পান ইসমাইল চিত্রকরের পরিবার।

মিলনমেলায় দুঃস্থদের বস্ত্র দিলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের রামচন্দ্রপুরে বুধবার বিকেলে নিউ নজরুল স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে মিলনমেলায় উপস্থিত ছিলেন ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর। ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সিতেশ ধাড়া, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ সাবির আলি, পঞ্চায়েত সদস্য ও তৃণমূল নেতৃত্ব। মিলনমেলা চলবে দুদিন। বসেছে বিভিন্ন স্টল। মিলনমেলার মঞ্চ থেকে দুঃস্থ মানুষদের হাতে শাড়ি, মশারি তুলে দেন বিধায়ক।

অভিষেকের সবুজ সংকেতে হচ্ছে এক ফোনে খোকন

কর্মসূচিকে ঘিরে বর্ধমানে উদ্দীপনা তুঙ্গে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভোটের আগে এবার 'এক ফোনে খোকন'। শহর জুড়ে এই হোর্ডিং পড়ল বিধায়কের উদ্যোগে। 'দিদিকে বলো' বা 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র অনুকরণে এক ফোনেই মিলবে সব সমস্যার সমাধান। মানুষের যাবতীয় সমস্যা, অভিযোগ পৌঁছে যাবে বিধায়কের কাছে। সেসব সমস্যার দ্রুত সমাধানে উদ্যোগী হবেন খোদ বিধায়ক। এক ফোনে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে শহরে হোর্ডিং লেগেছে। রয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষিত ফোন নম্বর ৮১৭০৯-৯৯১৫৯। এই নম্বরে ফোনেই পাওয়া যাবে বিধায়ককে। এরপরই জানুয়ারি মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রম প্রকল্পের মতো ১৫ দিন একটানা স্বাস্থ্যশিবির হবে বলে খোকনের ঘোষণা। সেখানে মিলবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থেকে ওষুধপত্র। এ ব্যাপারে তাঁকে সবুজ সংকেত

■ নিজের আসন্ন কর্মসূচির হোর্ডিংয়ের সামনে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস।

দিয়েছেন খোদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। পাশাপাশি বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ কুণাল সরকারের সঙ্গে বিধায়কের আলোচনায় স্থির হয়েছে, আরও একটি শিবির হবে বর্ধমানে। দেশ জুড়ে সাড়া ফেলা মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেকের প্রকল্পগুলিকে এবার নিজের হাতিয়ার করেছেন বিধায়ক খোকন দাস। বর্ধমান পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ড নিয়ে দক্ষিণ বর্ধমান বিধানসভা এলাকা। এই কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস জানান, অতিবৃষ্টির জন্য শহরের রাস্তা বেহাল হয়েছে। নিকাশির সমস্যা হচ্ছে ইতিমধ্যেই বিধায়ক, সাংসদ এবং পুরসভার তহবিল থেকে রাস্তা সারাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনেকের নানা সমস্যা থাকতে পারে। সেগুলির সমাধানের জন্য চালু হচ্ছে 'এক ফোনে খোকন' কর্মসূচি। ফোন ধরার জন্য সর্বক্ষণের কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিটি সমস্যা দ্রুত মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিধায়ক জানান, আমি নিজেই ফোন ধরব। আমি ব্যস্ত থাকলে আমার কর্মীরা ফোন ধরে সব কথা নথিভুক্ত করবেন। পরে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে যতটা সম্ভব সমস্যার সমাধান করার মাধ্যম এই 'এক ফোনে খোকন'। উল্লেখ্য, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে প্রায় ২ বছর আগে ১০ টাকার বিনিময়ে কঙ্কালেশ্বরী কালী মন্দিরের দুপুরে খাবার দেওয়া শুরু হয়েছিল। সেই প্রকল্প সফলভাবে চলছে। জানা গিয়েছে, গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০০-৫০০ মানুষ খাবার খান। শনিবারে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭০০ এবং রবিবারে দাঁড়ায় ১৪০০-তে। সম্প্রতি কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দির প্রাঙ্গণে চালু করছেন বিনামূল্যে রাতেও খাবারের ব্যবস্থাও।

নাবালিকা ছাত্রীর নৃশংস খুনে ধৃত নরাধম শিক্ষককে জেরায় মিলল তিন টুকরো দেহ

সংবাদদাতা, বীরভূম : সপ্তম শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রীর বীভৎস ও নৃশংস খুনের ঘটনা নাড়িয়ে দিল গোটা রামপুরহাটের সাধারণ মানুষকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ অগাস্ট এই ছাত্রীর পরিবার এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ করেন রামপুরহাট থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় এক শিক্ষক মনোজ পালকে রামপুরহাট থানার পুলিশ আটক করে।

রামপুরহাট পুলিশের বড়সড় সাফল্য

লাগাতার দুদিন পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের ফলে আত্মসমর্পণ করে পুলিশের কাছে স্বীকার করে, ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে খুন করেছে সে। খুনের পর তার দেহ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তিন টুকরো করে বস্তায় ভরে স্থানীয় একটি কালভার্টের নীচে ফেলে রেখেছে। বুধবার ভোররাতে রামপুরহাট থানার পুলিশ অভিযুক্তকে শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে ওই কালভার্টের কাছে গিয়ে ছাত্রীর দেহাংশ উদ্ধার করে। পুলিশ মোট দুটি বস্তা পেয়েছে বলে জানা যায়। একটি বস্তার মধ্যে ছিল নাবালিকার মাথার অংশ। অন্য বস্তাটিতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাখা ছিল। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে। বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ জানান, অভিযুক্ত শিক্ষককে রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক ৯ দিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী আদিবাসীদের সুবিচার পাওয়ার যে ধারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই ধারাতেই শুরু হয়েছে মামলা। রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। রাজ্যের পুলিশ মহিলাদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ এলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। এই নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ পেয়েই তারা অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল রহস্য উন্মোচনা হয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা দিলেন প্রাক্-পুজো স্টল

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগর পুরসভার সহযোগিতায় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর উদ্যোগে কৃষ্ণনগর পুরসভার সামনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদির প্রাক্-পুজো প্রদর্শনী ও বিপণন স্টলের সূচনা করলেন কৃষ্ণনগর পুরসভার কার্যনির্বাহী পুরপ্রধান নরেশ দাস ও সিআইসি শিশির কর্মকার। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রদর্শনী স্টলেত স্থানীয় মহিলাদের তৈরি শাড়ি-পাঞ্জাবি-কুর্তি-সহ বিভিন্ন পোশাক, অলংকার, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। বুধবার থেকে স্টল চলবে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বিভাগীয় প্রধান শ্বেতা গোস্বামী জানান, কৃষ্ণনগরের মূল পুজো জগদ্ধাত্রী। তার আগে দুর্গাপুজোয় কৃষ্ণনগর পুরসভা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুজনকে নিয়ে এই প্রাক্-পুজো প্রদর্শনী ও বিপণন শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে জগদ্ধাত্রী পুজোর আগেও স্থানীয় মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের প্রদর্শনী ও বিপণনের ব্যবস্থা হবে।

প্রাচীনত্বের ইতিহাসে নজরকাড়া নদিয়ার ৩৫৬ বছরের পুজো

প্রতিবেদন : 'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই' এক সময়ের বিখ্যাত এই গানটির গীতিকার ছিলেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত নদিয়া জেলার যমশেরপুরের বাগচীবাড়ির দুর্গাপুজো জেলাজুড়ে প্রায় সর্বত্র সকলের কাছে পরিচিত। তাঁদের রাজপাট এখন অস্তমিত। হারিয়েছে পুরনো দিনের জলুস, রাজবাড়ির দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে ইটের চাঙর। তবুও নদিয়ার দুর্গাপুজো বলতে এখনও ৩৫৬ বছরের এই পুজো জেলার মানুষের কাছে জনপ্রিয়। এই পুজোর সেকালের বিশেষত্বও আজও বহাল। দশমীর দিন কচু শাক-ইলিশ ভোগের মধ্য দিয়ে ঘটে এই পুজোর সমাপ্তি। খ্যাতনামা কবি ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্মৃতিবিজড়িত যমশেরপুরের

যমশেরপুরের বাগচী জমিদারবাড়ি

জমিদার বাড়িটি যদিও ধ্বংসচিহ্ন নিয়েই আজও দাঁড়িয়ে। জমিদারি না থাকলেও পুরনো সাবেকিয়ানায় রীতি মেনে আজও দুর্গাপুজো হয়ে আসছে নদিয়ার এই ঐতিহাসিক বাগচীবাড়িতে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল অবিভক্ত বাংলার রাজশাহি জেলায়। সেখান থেকে নদিয়ার যমশেরপুর এসে বসতি গড়েন। স্থানীয় গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সখ্যতাই এই এলাকায় তাঁদের জমিদারি স্থাপনে উৎসাহ জোগায়। মূলত গোয়ালাদের উদ্যোগেই জমিদারদের আর্থিক সহায়তায় এলাকায় প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা। ১৭১১ সালে বাগচিবাড়ির আদিপুরুষ সৃষ্টিধর বাগচীর উদ্যোগে দুর্গাপুজো চালু হয়। তার পর থেকে পুজোয় কখনও ছেদ পড়েনি! এক সময় বহু গুণী ব্যক্তি আসতেন বাগচীবাড়িতে। নজরুল ইসলাম, বাঘাযতীনের মতো মানুষও এই রাজবাড়ি এসেছিলেন। রাজবাড়ির সাড়ে তিন শতক পেরিয়ে আসা পুজো অনেক কাহিনি বহন করছে।

আমার বাংলা
18 September, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আবেদনের একদিনের মধ্যেই জল সমস্যার সমাধান

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কেবলমাত্র একটি কর্মসূচি নয়, এটি বাংলার শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বলে দিচ্ছে—এই কর্মসূচি বাংলার ইতিহাসে এই যুগান্তকারী কর্মসূচি। এক মাসে ১ কোটি। ক্যাম্প শুরু হওয়ার মাত্র একমাসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্বপ্নের প্রকল্প এক কোটি মানুষকে ছুঁয়ে ফেলেছে। সাধারণ মানুষই বলছেন তাঁদের পাড়ায়-গ্রামে-অঞ্চলে-বুথে তাঁরা কী চান! কোনটা অগ্রাধিকার! সেইমতোই মিলছে সমাধান। শিবিরে সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় তৃণমূল জনপ্রতিনিধিরা শুনছেন সাধারণের কথা। শিবিরের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখলেন জাগোবাংলার বালুরঘাটের প্রতিনিধি **সঞ্জয় রায়**

শিবির সংখ্যা: ২০টি

এই শিবিরগুলিতে প্রায় তিন হাজার মানুষ তাঁদের সমস্যার কথা এলাকার উন্নয়নের দাবি লিপিবদ্ধ করেছেন।

সাধারণের দাবি: রাস্তা, পানীয় জল, রাস্তার আলো, শহরের সৌন্দর্যায়ন, শহরের আবর্জনা পরিষ্কার সহ বেশ কিছু সমস্যার কথা বলেছেন সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষের সমস্যার আবেদন লিপিবদ্ধর পর এলাকাবাসীদের সাথে বৈঠক করছেন জেলাশাসক, জেলার মন্ত্রী, বিধায়ক, ব্লক সভাপতি, বিডিও, পুর প্রশাসক, পুরপ্রধান-সহ আধিকারিকরা। তাঁরা মন দিয়ে সেইসব সমস্যা শুনেছেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেছেন। এছাড়া কিছু বড় কাজ থাকলে তা নির্দিষ্ট দফতরে আবেদন করা হচ্ছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত প্রকল্পগুলি জনকল্যাণমূলক সকল রাজ্যবাসীর জন্য, কোনও রাজনৈতিক দল দেখে নয় তা আবার প্রমাণ হলো বালুরঘাট পুর এলাকায়। বালুরঘাট পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ড বামফ্রন্ট জয়লাভ করেছে। এই ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলর কুন্তল দাসকে সঙ্গে নিয়ে শান্তি কলোনি এফপি স্কুলে 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান' শিবির করেন বালুরঘাট পুরসভার পুরপ্রধান অশোক মিত্র। শিবিরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্যভাতা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিকাশি ব্যবস্থা এলাকার সৌন্দর্যায়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২৯ জন আবেদন করেন।

সমাধান: বালুরঘাট পুর এলাকার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের এই শিবিরে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানে আবেদনের পর এলাকাবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করেন বালুরঘাট পুরপ্রধান অশোক মিত্র, পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার অজয় প্রসাদ, কাউন্সিলর কুন্তল দাস-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। শিবিরের আবেদনের ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয় কাজের গুরুত্ব। একই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করায় এলাকার বিপ্লবী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের মাঠে ফেন্সিং দেওয়া কাজ প্রথম গুরুত্ব পায়। এরপর শান্তি কলোনি এফপি স্কুল রং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও এলাকার বিউটিফিকেশন সহ নিকাশি ব্যবস্থা, আলো নানান বিষয়ে এই বৈঠকে উঠে আসে বলে জানান পুরপ্রধান অশোক মিত্র। তিনি জানান, আবেদনের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে কাজ। এলাকাবাসী নিরঞ্জন দেবনাথ জানান, আবেদন জানানোর একদিনের মধ্যেই মিটেছে জল সমস্যা। পরিষেবা পেয়ে খুশি প্রত্যেকে।

জেলা পরিষদের নয়া ভবনে বিশ্বকর্মা পুজো

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: জেলা পরিষদের নতুন ভবন উদ্বোধন করার পর এই প্রথম জাঁকজমক করে পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো। নিয়মনিষ্ঠা মেনে সকাল থেকেই জেলা পরিষদের কর্মীরা পুজোর আয়োজন করেন। জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ার শহরের ১৮ নং ওয়ার্ডের বাবুপাড়াতে এই নতুন ভবন উদ্বোধন করেন। এরপর থেকেই জেলা পরিষদের সমস্ত কাজকর্ম এই ভবন থেকেই পরিচালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে জেলা পরিষদ ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। এদিন এই বিশ্বকর্মা পুজোতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী-সহ জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনুপ দাস-সহ একঝাঁক জেলা পরিষদ সদস্য। পাশাপাশি এই বিশ্বকর্মা পুজো দর্শন করতে এসেছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ও।

অনুদান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ কোচবিহারের পুজো কমিটিগুলির

সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারে আনুষ্ঠানিকভাবে পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে পুজোর অনুদান দেওয়ার সূচনা হল। কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের ওই অনুদান চেক বিভিন্ন ক্লাবকে তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দেভৌমিক, কোতোয়ালি থানার অভিজিৎবাবু ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বলেন, আমরা পুজো উদ্যোক্তাদের পাশে আছি। সবাইকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করব। যাতে পুজোর আয়োজন আরও সুন্দর করে তোলা যায়। উল্লেখ্য, গতকাল পুজোর অনুদান বৃদ্ধি করায় কোচবিহারের আড়াইশোর বেশি পুজো কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শোভাযাত্রা করেছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন উদ্যোক্তা কমিটির সদস্যরা।

সদস্যদের হাতে চেক দিচ্ছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক।

দুর্ঘটনায় পুণ্যার্থীদের বাস

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বুধবার ভোরে হুগলির বসিপুরে ১৯ নং জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ধাক্কা মারে কলকাতামুখী পুণ্যার্থীদের বাস। মারা যান উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরের বাসিন্দা রামদেব মিশ্রা (৪৫)। আহত ২০। উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর ও গন্ডা জেলার কিছু পুণ্যার্থী বাসে করে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে ৯ সেপ্টেম্বর রওনা দিয়ে দেওঘর হয়ে গঙ্গাসাগর আসছিলেন। গুড়াপ থানার পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠালে একজনের মৃত্যু হয়।

২ শাবক-সহ উদ্ধার চিতা

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: দুই শাবক-সহ চিতাবাঘ উদ্ধার হল মিরিকের কাওলাগাঁওতে। জঙ্গলাগোয়া নালার মধ্যে শাবক দুটিকে দেখে বন দফতরে খবর যায়। শাবক দুটিকে উদ্ধার করা হয়। তবে মা চিতাবাঘের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দুটি শাবককে উদ্ধারের পরেই চিতাবাঘটিও আসে। সম্প্রতি চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা চিতাবাঘটিকে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় দেখতে পান। এরপর বনকর্মীরা ফাঁদ পেতেও চিতাবাঘ ধরতে পারেননি। বুধবার শাবক-সহ চিতাবাঘটি উদ্ধার হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যোগীরাজ্যে অব্যাহত এনকাউন্টার কালচার। অভিনেত্রী দিশা পাটনির বাড়ির সামনে গুলি চালানোর অভিযোগে কুলু ও অরুণ নামে দুই দুষ্কৃতীকে গুলি করে মারল যোগীর পুলিশ। বুধবার গাজিয়াবাদের ঘটনা

দিল্লি দরবার

অসহনীয় হয়ে উঠছে দিল্লির দূষণ

ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত কড়া হুঁশিয়ারি কেন্দ্রকে

নয়াদিল্লি: ফসলের গোড়া পোড়ানো নিয়ে এবার কঠোর অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার নাড়া পোড়ানো এবং তার ফলে দিল্লিতে ভয়াবহ দূষণ সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, কয়েকজনকে জেলে ভরে দিলেই অন্যদের প্রতি স্পষ্টবার্তা যাবে। তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকেও সতর্ক করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রতি বছরই শীতের শুরুতে

গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়ে যায় দিল্লি এবং তার আশে পাশের এলাকা। এই সমস্যার সমাধান করতে পুরোপুরি ব্যর্থ কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের এই ব্যর্থতার জেরেই শীতের শুরুতে ফি বছর নাভিশ্বাস ওঠে রাজধানী দিল্লি সহ উত্তর ভারতের একটা বিস্তীর্ণ অংশের অধিবাসীদের। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং দিল্লির একটা অংশে ফসলের অবশিষ্টাংশ জ্বালানো থেকেই তৈরি হয় প্রবল বিষাক্ত ধোঁয়া। এই ধোঁয়া থেকেই তৈরি হয় মারাত্মক বায়ুদূষণ। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপই নিচ্ছে না। এতেই ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছে সুপ্রিম কোর্টের। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে নিজেদের অসন্তোষের কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্যকে কার্যত সতর্ক করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই বলেন, আপনারা দ্রুত ব্যবস্থা নিন, সব রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করুন। তা না হলে আমরা চূড়ান্ত নির্দেশ দিতে বাধ্য হব।

কেন্দ্রের কাছে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, কেন আইন ভঙ্গকারী পোড়ালি জ্বালানো কৃষকদের জেলে পাঠাচ্ছে না কেন্দ্র?

যোগীরাজ্যে একই বাড়িতে ৪ হাজার ভোটার, কমিশনকে তোপ অখিলেশের

লখনউ: মনে হতেই পারে অবিশ্বাস্য। কিন্তু সত্যিই এমন ঘটেছে যোগীরাজ্যে। একই বাড়ি থেকে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে ৪০০০ জনের। একই ঠিকানায় এমন অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হল উত্তরপ্রদেশের মাহোবা। মানে ভুতুড়ে ভোটারের ব্যাপারে বিজেপি-নীতীশের বিহারকেও টেক্কা দিল যোগীরাজ্য। এই ঘটনায় বিজেপি এবং কমিশনকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। প্রশ্ন তুলেছেন, এসআইআরের তাহলে অর্থ কী। নির্বাচন কমিশন তা হলে নিবিড় সংশোধন করছে কেন? আসলে সমাজবাদী পার্টি এবং অন্যান্য বিরোধী দল প্রথম থেকেই যে অভিযোগ জানিয়ে আসছে, তা নিয়ে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি নির্বাচন কমিশন। অখিলেশের শ্লেষাত্মক মন্তব্য, নির্বাচন কমিশনকে বিজেপি আসলে 'জুগাড় আয়োগে' পরিণত করেছে।

সেনার পোশাকে ডাকাতি, লুঠ ৫৮ কেজি সোনা, নগদ ৮ কোটি টাকা

কর্নাটক: এমন ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে ঘটেছে কি? বোধ হয় না। ভয়াবহ ডাকাতি। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। সেনার পোশাকে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়ল সশস্ত্র ডাকাতদল। লুঠ করল ৫৮ কেজি সোনা আর নগদ ৮ কোটি টাকা। নিখুঁত অপারেশন শেষ করে চকিতে চম্পট দিল লুঠেরার দল। এমন অভিনব কায়দায় ডাকাতির ঘটনায় স্তম্ভিত প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ। কিন্তু গ্রেফতার তো দূরের কথা, দুষ্কৃতীদের এখনও চিহ্নিতই করতে পারেনি পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যার ঘটনা, কর্নাটকের বিজয়পুরা শহরে। পিস্তল দেখিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকে কর্মীদের মারধর করে চেয়ারে বেঁধে রেখে কোটি কোটি টাকা লুঠ করে পালাল ডাকাতদল। ৫৮ কেজি সোনা এবং নগদ ৮ কোটি টাকা নিয়ে পালিয়েছে ডাকাতরা। ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। ডাকাতের দল প্রথমে ম্যানেজারের কাছে যায় এবং কোষাধ্যক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে সবার সামনে হুমকি দিয়ে টাকা ও সোনা লুঠ করে চম্পট দেয়। ঘটনার পরেই ডাকাতদের ব্যবহৃত গাড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে বিহারে বিরোধীদের ব্যঙ্গ করে পোস্টার

মোদির মা-কেই আসলে অসম্মান করেছে বিজেপি, সরব বিরোধীরা

পাটনা: কী বলবে এবারে বিজেপি? এটা কি প্রধানমন্ত্রীর মাকে অপমান করা নয়? মোদির জন্মদিনে এমন একটা পোস্টার প্রকাশ করেছে বিহার বিজেপি, যা নিয়ে তোলপাড় সারা দেশ। পোস্টারে মোদির প্রয়াত মা হীরাবেনকে তুলে ধরা হয়েছে দেবী দুর্গারূপে। তাঁর পায়ের নিচে সিংহ রূপে দেখানো হয়েছে মোদিকে। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়, এই পোস্টারে অসুর হিসেবে দেখানো হয়েছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে। বিজেপির এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে ঝড় উঠেছে সমালোচনা আর নিন্দার। বিরোধীদের অভিযোগ, এই পোস্টারে বিজেপি তো অসম্মান করেছে প্রধানমন্ত্রীর মাকেই। এর বেলা কী বলবে গেরুয়া শিবির? আর রাহুল, অখিলেশ, তেজস্বীর মতো বিরোধী নেতাদের এভাবে অসুর হিসেবে দেখিয়ে বিজেপি কি

গেরুয়া শিবিরের নিম্নরুচির নিন্দা

নিজেদের নিম্নরুচির পরিচয় দিল না? তা হলে কংগ্রেসের এআই ভিডিও নিয়ে বিজেপি আপত্তি জানিয়েছিল কোন লজ্জায়? কোন যুক্তিতে? কেন তারা তুলেছিল ক্ষমা চাওয়ার দাবি? প্রশ্ন বিরোধী শিবিরের। বিহারের সাধারণ মানুষও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপির এমন রাজনৈতিক সৌজন্যহীনতা নিয়ে। অনেকেরই অভিমত, বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে বিজেপি-নীতীশ শিবিরের। নিজেদের মধ্যে ফাটলও চওড়া হচ্ছে ক্রমশ। তাই ক্ষমতা হারানোর ভয়ে নিজেদের বোধবুদ্ধিও হারিয়েছে গেরুয়া শিবির। তারই প্রতিফলন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এমন আপত্তিকর পোস্টার প্রকাশ করা।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাকে 'অপমান'-এর অভিযোগ তুলে করা মামলায় কড়া পদক্ষেপ করল পাটনা হাইকোর্ট। বুধবার আদালত কংগ্রেসকে নির্দেশ দিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে সোশাল মিডিয়ায় মোদির মায়ের যে ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে তা মুছতে হবে।

জন্মদিনে লজ্জাজনক স্তুতি

মোদিকে নিশানা বিরোধীদের

পাটনা: প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিনে ঢালাও স্তুতি করতে গিয়ে কি লজ্জার সব সীমা ছাড়িয়ে ফেলল বিজেপি? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে। বুধবার সর্বভারতীয় প্রথম সারির ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রগুলির প্রথম কয়েকটি পাতা জুড়ে ছিল শুধুই প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো বিজ্ঞাপন। এই ঢক্কানিনাদকে নিশানা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতার ছবি পোস্ট করে বলেছেন, আজকের সংবাদপত্রগুলি অবাক করার মতো। প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাতা জুড়ে মোদির বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং ব্যানার লাগানো। প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। কিন্তু এত বেশি চাটুকারিতা জাতির স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। শুধু তাই নয়, টানা ১৭ দিন ধরে বিভিন্ন স্কুলে মোদির ছেলেবেলার কাহিনিতে অনুপ্রাণিত সিনেমা দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক।

মোদিকে নিয়ে এই স্তুতির মাঝেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে বিশ্বকর্মা পুজোর প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেছেন, শ্রমিক বন্ধুরাই বিশ্বকর্মা। তাঁরাই সমাজ তৈরির কারিগর। এদিকে, বুধবার রাজধানী দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তের সাফাই কর্মীদের জোর করে হুমকি দিয়ে হাজির করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে আম আদমি পার্টি। দলের নেতা এবং দিল্লি সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, দিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানে ভিড় জমানোর জন্য হুমকি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লির সাফাই কর্মী এবং সরকারি বাসের ড্রাইভারদের। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হলে তাদের পরিণাম টের পেতে হবে, দেওয়া হয়েছে হুমকি। এই ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক, সাফ জানান সৌরভ ভরদ্বাজ।

খতম ২ মহিলা মাওবাদী গেরিলা সংঘর্ষবিরতি চাইছে কেন্দ্রীয় কমিটি!

মুম্বাই: যৌথবাহিনীর সঙ্গে তুমুল গুলির লড়াইয়ে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম। গুলিতে মৃত্যু হল ২ মহিলা মাওবাদীর। উদ্ধার হল প্রচুর অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং প্রচারপত্র। বুধবার সকালে গাড়চিলোরি এটাপল্লি তালুকের ঘটনা। মাওবাদীদের খোঁজে যৌথবাহিনীর চিরুনি-তল্লাশি চলে রাত পর্যন্ত। এদিন সকালে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, মাওবাদীদের সংগঠন গাট্টা লোকাল অর্গানাইজেশন স্কোয়াডের কয়েকজন গেরিলা জড়ো হয়েছে জঙ্গল লাগোয়া এটাপল্লি তালুকের মোডাস্কে গ্রামে। সঙ্গে সঙ্গে আহেরি থেকে ছুটে যায় বিশেষ প্রশিক্ষিত পুলিশের নকশাল দমন কমান্ডো স্কোয়াড সি-৬০। সঙ্গে সিআরপিএফও। জঙ্গলঘেরা গ্রামে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই যৌথবাহিনীর দিকে ছুটে আসে ঝাঁকেঝাঁকে গুলি। পাল্টা জবাব দেয় যৌথবাহিনী। পরে জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া যায় ২ মহিলা মাওবাদী গেরিলার দেহ।

এদিকে সম্প্রতি মাও কেন্দ্রীয় কমিটি জানিয়েছে, তারা অস্ত্রত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছে। জানা গেছে গত ৯ মাসে ২১০ জন মাও সদস্যের মৃত্যুতে শিকড় নড়ে গেছে মাওবাদীদের। সিপিআই (মাওবাদী)-এর তরফে এক বিবৃতি জারি করে প্রকাশ করা হয়েছে, মাওবাদীরা আপাতত একমাসের অস্থায়ী সংঘর্ষবিরতি চাইছে। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তারা এক সমাধানের পথে এগোতে চাইছে।

ইভিএমে থাকবে প্রার্থীর রঙিন ছবি

পাটনা: ইভিএমে এবার থেকে রঙিন ছবি থাকবে প্রত্যেক প্রার্থীর। বছর শেষে বিহার বিধানসভা নির্বাচনেই চালু হবে এই নিয়ম। তারপরে দেশের প্রতিটি নির্বাচনেই। বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাল নির্বাচন কমিশন। এতদিন ইভিএমে প্রার্থীদের সাদা-কালো ছবি থাকত। এবার সেই ছবি হবে রঙিন। শুধু তাই নয়, আগের চেয়ে অনেকটা বেশি জায়গা জুড়ে থাকবে সেই ছবি। যাতে খুব সহজেই চেনা যায় প্রার্থীকে। বুধবার সব মিলিয়ে মোট ৭ দফা নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রার্থীদের ক্রমিক নম্বরও এবার থেকে আরও বড় এবং স্পষ্ট হবে। ভোটারা যাতে সহজে দেখতে পান, তার জন্য 'নোটা' নম্বরও বড় হরফে এবং মোটা অক্ষরে লেখা থাকবে। প্রত্যেক প্রার্থীর নামই লেখা হবে একই ধরনের অক্ষরে, একই মাপে এবং একই হরফে। ব্যবহার করা হবে গোলাপি রঙের কাগজ।

মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক

পাটনা: প্রধান বিচারপতির বিআর গাভাইয়ের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার। মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহের জাভেরী মন্দিরে একটি বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবির মামলায় তাঁর মন্তব্য, যা বলার ঈশ্বরকেই গিয়ে বলুন। খারিজ করে দেন মামলাটি।

ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার হলেন ৭৬ বছরের এক বৃদ্ধা চিকিৎসক। খোয়ালেন ৭ লক্ষ টাকা। আঘাত সহ্য করতে না পারায় মৃত্যুও হল তাঁর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদের

গুজরাতে নির্মাণ শ্রমিকদের দুর্দশা

কল্যাণ বোর্ড অচল, ২,২৪৩ কোটি টাকা অব্যবহৃত

সিএজি রিপোর্টে উঠে এল তথ্য

প্রতিবেদন: মোদিরাজ্য গুজরাতে নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়। খোদ সরকারি রিপোর্টেই তা বলা হয়েছে। রাজ্যে এই শিল্পে শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থার হালহকিকত নিয়ে ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) তার রিপোর্টে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে।

সিএজি রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুজরাতের নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ অচল অবস্থায় রয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে এর মূল কল্যাণ বোর্ডটির কোনও বৈধ সদস্য নেই এবং প্রায় ৭২ শতাংশ নিয়মিত পদ শূন্য রয়েছে। গুজরাত বিধানসভায় পেশ করা এই অডিট রিপোর্টে গভীর প্রশাসনিক ব্যর্থতার উল্লেখ করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী, শ্রমিক ও নিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্ব করার কথা যে কল্যাণ বোর্ডের, তা গত পাঁচ বছর ধরে একজন মাত্র সরকারি আমলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি, ২০১১ সাল থেকে নীতি নির্ধারণের জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা কমিটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে বিজেপি শাসিত রাজ্যটিতে সবচেয়ে দুর্বল শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ তহবিল মারাত্মকভাবে অব্যবহৃত থেকেছে। ২০০৬ সাল থেকে ৪,৭৮৭.৬ কোটি টাকা কল্যাণ সেস হিসাবে সংগৃহীত হলেও সিএজি দেখতে পেয়েছে যে এর ৪৭ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ২,২৪৩ কোটি টাকা সরকারি হিসাবেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, শ্রমিকদের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক কল্যাণ তহবিল কখনও স্থাপনই করা হয়নি। সংগৃহীত সেসের অর্থ অন্য খাতে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মোট অর্থের মাত্র অর্ধেক বোর্ডকে দেওয়া হয়েছিল। সেইসাথে সিএজি প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে এই অব্যবস্থাপনা গ্রাউন্ড-লেভেল কার্যক্রমকেও অচল করে দিয়েছে। পরিদর্শক পদে ৪২ শতাংশ শূন্যতা থাকার কারণে অনেক জেলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নেই। ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছয়গুণ বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড অচল থাকার কারণে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এখনও পেশাগত সুরক্ষার বাইরে রয়ে গেছেন।

কেরলে মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবা'র হানায় ৬১ জন আক্রান্ত, মৃত ১৯

তিরুবনন্তপুরম: মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার হানা কেরলে। এবছর কেরলে প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিঙ্গো এনসেফালাইটিস (পিএএম)-এর ৬১টি নিশ্চিত ঘটনা এবং ১৯টি মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে বেশিরভাগ মৃত্যু হয়েছে গত কয়েক সপ্তাহে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ বলেছেন, কেরল একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আগে এই সংক্রমণগুলি সাধারণত কোঝিকোড় এবং মালাপ্পুরম জেলার কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে এর ঘটনা ঘটছে। আক্রান্তদের বয়স তিন মাসের শিশু থেকে ৯১ বছর পর্যন্ত। কেরলের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ পিএএম সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধির পর সতর্কবার্তা দিয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, এটি একটি বিরল মস্তিষ্কের সংক্রমণ, যার সংক্রমণে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এই সংক্রমণ নেগলেরিয়া ফাউলেরি নামক একটি অ্যামিবা দ্বারা ঘটে, যা সাধারণত 'মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবা' নামে পরিচিত। মন্ত্রী বলেছেন, গত বছরের মতো, আমরা আর কোনও নির্দিষ্ট জলের উৎসের সাথে যুক্ত কোনও দলবদ্ধ সংক্রমণ দেখতে পাচ্ছি না। এখনকার ঘটনাগুলি একক এবং বিচ্ছিন্ন, যা আমাদের রোগতত্ত্বীয় তদন্তকে আরও জটিল করে তুলেছে। কেরলের সরকারি নথি অনুযায়ী, পিএএম কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। এই সংক্রমণ মস্তিষ্কের টিস্যু নষ্ট করে, যার ফলে মস্তিষ্কে মারাত্মক ফোলা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে। পিএএম বিরল হলেও সাধারণত সুস্থ শিশু, কিশোর এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দেখা যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গরম, বিশেষ করে স্থির, মিষ্টি জল এই অ্যামিবার বাহক। অ্যামিবাটি নাকের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, কিন্তু মুখ দিয়ে জল পান করলে এই রোগ হয় না। তাই যাঁরা এই অ্যামিবা দ্বারা দূষিত জলাশয়ে সাঁতার কাটেন, ডুব দেন বা স্নান করেন, তাঁদের সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেশি। নথিতে বলা হয়েছে, বিশ্ব উষ্ণায়নও এই ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলের তাপমাত্রা বাড়ছে এবং তাপপ্রবাহের কারণে আরও বেশি মানুষ বিনোদনের জন্য জলের ব্যবহার করছেন, যা এই রোগের জীবাণুর সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে। এই সংক্রমণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়ায় না। পিএএম-এর মৃত্যুর হার খুব বেশি কারণ এটি নির্ণয় করা কঠিন। এর লক্ষণগুলি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস এর মতো—মাথাব্যথা, জ্বর, বমি বমি ভাব এবং বমি। যখন মেনিনজাইটিসের অন্যান্য সাধারণ কারণগুলি বাতিল করা হয় এবং পিএএম-এর কথা বিবেচনা করা হয়, তখন প্রায়শই রোগীর মস্তিষ্ক স্ফীতির কারণে তাকে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণত গরম মাসগুলিতে এবং যাঁরা গরম, স্থির, মিষ্টি জলে সাঁতার কাটেন, ডুব দেন বা স্নান করেন তাঁদের মধ্যে এগুলি বেশি দেখা যায়। লক্ষণগুলি ১ থেকে ৯ দিনের মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে এবং তাদের তীব্রতা কয়েক ঘণ্টা থেকে ১-২ দিনের মধ্যে বাড়তে পারে। স্নায়ু-ঘ্রাণ পথ নেগলেরিয়া ফাওলেরিকে দ্রুত মস্তিষ্কে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয় এবং দুর্বল অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়ার কারণে রোগের গতি খুব দ্রুত হয়,' নথিতে বলা হয়েছে। এবছর এরই মধ্যে ৬৯টি ঘটনা এবং ১৯টি মৃত্যুর খবর এসেছে— প্রায় ১০০% বৃদ্ধি। রাজ্য নতুন সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। জনগণকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

মাসুদের নির্দেশেই দিল্লি-মুম্বইতে হামলা

নয়াদিল্লি: আবার বোমা ফাটালেন জইশ-ই-মহম্মদের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি। এই শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিনেতা একটি ভিডিও বার্তায় তাঁর 'বস' মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে দিল্লি ও মুম্বইতে হামলার পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের সরাসরি অভিযোগ এনেছেন। এর ফলে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে পাকিস্তানের বারবার অস্বীকৃতি ফের মিথ্যা প্রমাণিত হল।

ভিডিওতে রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটির কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি স্বীকার করেছেন যে, ভারতের অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি মাসুদ আজহার পাঁচ বছর কারাবাসের পর ভারত থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তান থেকেই সন্ত্রাসবাদী হামলাগুলি পরিচালনা করেছে। কাশ্মীরি বলেন, আজহারের ঘাঁটি ছিল বালাকোটে, যেখানে ২০১৯ সালে ভারত বিমান হামলা চালিয়েছিল। কাশ্মীরিকে বলতে শোনা যায়, দিল্লির তিহাড় জেল থেকে পালানোর পর আমির-উল-মুজাহিদিন মৌলানা মাসুদ আজহার পাকিস্তানে আসেন।

জইশ কমান্ডারের স্বীকারোক্তি

বালাকোটের মাটিতে তাঁর লক্ষ্য এবং কর্মসূচিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ঘাঁটি প্রদান করা হয়।

কাশ্মীরির এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ করছে, সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গে পরিণত হওয়ার কথা ইসলামাবাদ অস্বীকার করলেও তা পুরোপুরি মিথ্যা। জইশ কমান্ডার প্রকাশ্যে পাকিস্তানের বালাকোটকে আজহারের ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ওসামা বিন লাদেনকে একজন 'শহিদ' হিসেবেও উল্লেখ করেন, যিনি তাদের আদর্শকে রূপ দিয়েছেন। কাশ্মীরির এই স্বীকারোক্তি ভারতের দীর্ঘদিনের দাবিকে সমর্থন করে যে জইশের ঘাঁটিগুলি পাকিস্তানের সামরিক-নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অবাধে পরিচালিত হচ্ছে এবং ইসলামাবাদ এব্যাপারে বিশ্বের সামনে পরিকল্পিত মিথ্যাচার করছে। কাশ্মীরি আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধানরা জেনারেলদের বাহাওয়ালপুরে নিহত জইশ সন্ত্রাসবাদীদের জানাজায় উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মে মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের সন্ত্রাসবাদীদের জানাজার নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।

অভিযোগের পাহাড়

(প্রথম পাতার পর)

স্টাফদের ইললিগ্যাল প্রোমোশন করিয়েছেন

- **কাছের লোকদের নিয়ে অনৈতিকভাবে পিএইচডি কমিটি ফর্ম করিয়েছেন**
- **বেআইনিভাবে হিউম্যান রাইটস কোর্স অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে ল ডিপার্টমেন্টে শিফট করিয়েছেন। সেখানে বার কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়াই হিউম্যান রাইটস এলএলএম কোর্স করাচ্ছেন**
- **অনেক ইললিগ্যাল ফিনান্সিয়াল ডিসিশন নিচ্ছেন এবং ইউনিভার্সিটি এফডি ভেঙে দিয়েছেন**
- **ওবিসি, এসসিদের ওপর রিসার্চে বাধা দিচ্ছেন**

এই পরিস্থিতিতে শান্তা দত্ত দে-র বিরুদ্ধে যে গুচ্ছ অভিযোগ উঠেছে, তার যথাযথ তদন্ত দাবি করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য করে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। এমনকী বুধবার স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তির কাউন্সেলিংও রাখা হয়েছে।

আক্রান্ত বাঙালি

(প্রথম পাতার পর)

'ঘুষ' খেয়ে আহত শ্রমিককে পরিবারের হাতে তুলে দেয় ওড়িশার গেরুয়া পুলিশ। অচৈতন্য অবস্থায় সেই যুবককে বাংলায় ফিরিয়ে এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। আক্রান্ত শ্রমিক আশরাফুল সানা (৩৪) স্বরূপনগরের নির্মাণ গ্রামের বাসিন্দা। বেশ কিছুদিন আগে আশরাফুল কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কিছু সমস্যার কারণে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু ভুলবশত হাওড়া স্টেশন মনে করে ওড়িশার সরলা রোড স্টেশনে নেমে পড়েন তিনি। সেখানে প্রথমে রেল পুলিশ স্রেফ বাঙালি হওয়ার কারণে আশরাফুলকে বেধড়ক মারধর করে স্টেশনে ফেলে রেখে যায়। কোনওমতে মোবাইলে পরিবারকে পুরো ঘটনা জানান আক্রান্ত যুবক। এর মধ্যে বিজেপির পুলিশ এসে তাঁকে নিয়ে যায় এবং আরও একদফা অকথ্য অত্যাচার চালায়। তারপর থেকে আশরাফুলের আর কোনও খোঁজ না পেয়ে পরিবারের লোকজন ওড়িশা রওনা দেন। সেখানকার পুলিশকে বিস্তারিত জানিয়ে আশরাফুলের খোঁজ করলে প্রথমে তারা অস্বীকার করে। পরে স্বরূপনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে তারা সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তখন তারা আশরাফুলের খোঁজ দেয়। অচৈতন্য অবস্থায় যখন তাঁকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে, তখন তাঁর শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। বুধবার ভোররাতে ১৫ হাজার টাকা 'ঘুষ' খেয়ে খড়গপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় ওড়িশার পুলিশ। তারপর তাঁকে সড়কপথে বাড়ি নিয়ে এসে গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোকজন। তাঁদের অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্যই আক্রান্ত হতে হয়েছে আশরাফুলকে। ভিন রাজ্যে তাঁকে নির্মমভাবে মারা হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের শাস্তি চেয়ে এই ঘটনায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

অধিগৃহীত, পুরসভা, সরকার পোষিত, পঞ্চায়েত বা স্থানীয় প্রশাসন, স্বশাসিত সংস্থা, নিগম-পর্ষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি থাকবে। এদিন, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন-সংলগ্ন কালীঘাটের দলীয় কার্যালয়ে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়। সেই পুজোয় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া তৃণমূল ভবন, বিদ্যুৎ ভবন-সহ বিভিন্ন অফিসেও বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন হয়েছিল। তৃণমূল ভবনে বিশ্বকর্মা পুজোয় পৌরোহিত্য করেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যুৎ ভবনের পুজোয় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কলকাতা পুরভবনে পুজোয় ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুজোর সময় ঘুরে আসুন পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের সিহারসোল। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আছে রাজবাড়ি। দেখতে পাবেন বেশকিছু পারিবারিক ও সর্বজনীন দুর্গাপুজো

পুজোর ভ্রমণ ৩

গায়েন বাড়ি

প্রাসাদের গ্রাম ধান্যকুড়িয়া

উত্তর চব্বিশ পরগনার ধান্যকুড়িয়া। অনেকেই বলেন প্রাসাদের গ্রাম। আছে রাজবাড়ি। জমিদারবাড়ি। নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়। আছে আরও কিছু দেখার মতো জায়গা। পুজোর সময় ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

দূরে নয়। খুব কাছে। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। পরিচ্ছন্ন এক চিরসবুজ গ্রাম ধান্যিকুড়িয়া। উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার অধীনস্থ। প্রাচীন এক জনপদ। পাওয়া যায় ইতিহাসের ছোঁয়া।

৩০০ বছর আগে জায়গাটি সুন্দরবনের অংশ ছিল। ঘন বনভূমিতে ঢাকা এবং লবণাক্ত জলের বেশ কয়েকটি সর্পিল খাল ছিল। তবে, জগন্নাথ দাস নামে এক ব্যক্তি বনভূমি পরিষ্কার করে বনভূমিকে বসবাসের উপযোগী জমিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি ১৭৪২ সালে তাঁর পরিবারের সঙ্গে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এরপর বেশ কয়েকটি পরিবার এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এর মধ্যে ছিল বল্লভ, গাইন, মণ্ডল এবং সাউদের মতো পরিবার।

বল্লভ বাড়ি

এই গ্রামে পা রাখলেই দেখা মেলে প্রাসাদোপম অট্টালিকার। খিলান দেওয়া বাড়ি সংলগ্ন বিশাল বাগান, রকমারি মূর্তি। বহু বছর আগে এই গ্রামে বৈভব উপচে পড়ত, ভগ্নপ্রায় বিশাল বাড়িগুলো দেখলে সেটা বোঝা যায়। সেই কারণেই ধান্যকুড়িয়াকে বলা হয়ে থাকে প্রাসাদের গ্রাম। দুর্গ গ্রামও বলা হয়ে থাকে। টাকি এবং বসিরহাটের কথা বহু মানুষ জানেন। ধান্যকুড়িয়া সম্পর্কে জানেন তুলনায় কম মানুষ। যাঁরা জানেন, পুজোর সময় ভিড় জমান।

আছে রাজবাড়ি। নির্মাণ করেন মহেন্দ্রনাথ গায়েন। ৩০ একর জায়গায় জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই রাজবাড়ির মধ্যেই রয়েছে আস্ত এক পুষ্করিণী, যাতে রাজবাড়ির প্রতিচ্ছবি ঝলমল করে সারাদিন। গোটা দুর্গটিকে কেন্দ্র করে রয়েছে বিশাল এক বাগানও। দুর্গের ভেতরে ঢুকলেও রীতিমতো চমকে যেতে হবে। নানা ধরনের ভিক্টোরিয়ান কারুকাজ থেকে শুরু করে রয়েছে ইতালীয় কাঁচের তৈরি আসবাব। যা এক কথায় মনোমুগ্ধকর।

গায়েন বাড়ির দুর্গাপুজো

মূল রাস্তার পাশেই দেখতে পাওয়া যায় সিংহদরজা। মাথার উপর অপূর্ব ভাস্কর্য। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধরত পুরুষের মূর্তি। সেই কারুকাজ অবশ্য এখন অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বসিরহাট-বেড়াচাঁপার দিকে টাকি যাওয়ার রাস্তার ধারে ধান্যকুড়িয়ার এই স্থানটি পরিচিত 'গায়েন গার্ডেন' নামে। প্রায় দেড়শো বছর আগে ধান্যকুড়িয়ার পাট ব্যবসায়ী মহেন্দ্রনাথ দুর্গের আদলে ৩৩ বিঘা জমি জুড়ে ভবনটি নির্মাণ করেন। ইন্দো-ইউরোপীয় মিশ্র আঙ্গিকের সুদৃশ্য অট্টালিকাটি আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে।

এই জায়গা ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগোলে, দূর থেকেই চোখে পড়বে বিশাল আকারের অট্টালিকা। পুজোয় গেলে দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের আওয়াজ। বছরভর এখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ সম্ভব হয় না। তবে পুজোর দিনগুলোয় সকলের অবারিত দ্বার।

গায়েন বাড়ি ও বল্লভ বাড়ি, ধান্যকুড়িয়ার দুইটি পুরনো পরিবারে এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গাপুজো হয়। আগের জাঁকজমক না থাকলেও, বর্তমান প্রজন্ম পরিবারের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন। গায়েন পযিবারের ঝাঁ-চকচকে বাড়ির কাছেই সাজানো বাগানটি। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা। আসলে এই বাড়ি এখন জনপ্রিয় শ্যুটিং স্পট। বাড়ি নয়, ঠিক যেন ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো বিশাল প্রাসাদ। দেখার মতো জায়গা।

সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা পুজো পরিক্রমার আয়োজন করে। দেখানো হয় গায়েন বাড়ির পুজোও। এইবছর পুজোর ১৮২তম বছর, জানালেন পরিবারের সদস্য মনজিৎ গায়েন। তিনি এও জানান, দুর্গাপুজোর সময় দূর দূরান্তের অগণিত মানুষ আসেন। দেবী প্রতিমা দর্শন করেন।

ভিতরে প্রবেশ করলে, সামনে উঠোন। তার পরেই ঠাকুর দালান। সেখানেই হয় দুর্গাপুজোর আয়োজন। দেখা যায় একচালার প্রতিমা। জানা যায়, পুজো শুরু করেছিলেন গোবিন্দচন্দ্র গায়েন।

ভারতীয় ধারা ও নিও ক্লাসিক্যালের সংমিশ্রণ পাওয়া যায় প্রাসাদোপম বাড়িটির আনাচ-কানাচে। গায়েন বাড়ির পিছনেই রয়েছে পরিবারের নিজস্ব মন্দির। সেখানে পূজিত হন রাধাকৃষ্ণ। ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নেই। দূর থেকে দেখে নেওয়া যায় বাগান এবং আশপাশের জায়গা। বাড়ি সংলগ্ন চত্বরেই রয়েছে তিনতলা নজরমিনার। করিন্থিয়ান স্তম্ভের উপর তৈরি। শীর্ষে রয়েছে গোলাকার গম্বুজ।

গায়েন বাড়ি থেকে কিছুটা গেলেই চোখে পড়বে সাদা রঙের বিশাল বল্লভ বাড়ি। বাড়ির ছাদে পুতুল-মূর্তি। বল্লভ বাড়ি স্থানীয়দের কাছে 'পুতুলবাড়ি' নামেও পরিচিত। বিশাল বাড়িতে সাদা স্তম্ভগুলোর মাথায় সবুজ রঙের কারুকাজ। ঠাকুর দালানে পুজো আয়োজিত হয়। অন্যসময় নয়, একমাত্র দুর্গাপুজোতেই এই বাড়িতে বাইরের লোকজনের প্রবেশাধিকার থাকে।

ধান্যকুড়িয়ায় দুই বাড়ির পুজো দেখে চলে যাওয়া যায় আড়বেলিয়ায় বসু বাড়ির পুজো দেখতে। এ-ছাড়াও ঘুরে নেওয়া যায় সাহু বাড়ি, সেন বাড়ি, বিশ্বাস বাড়ি। জানা যায়, একটা সময় ধান্যকুড়িয়াতে আটটি জমিদারবাড়ি ছিল। এই গ্রামের স্কুল, হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল এই ব্যবসায়িক পরিবারগুলোর উৎসাহে, আন্তরিক সহযোগিতায়।

পাশাপাশি দেখে নেওয়া যায় ঐতিহাসিক স্থান চন্দ্রকেতুগড়। উত্তর ২৪ পরগনার একটি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। একটা সময় ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বন্দরশহর ও নগর কেন্দ্র। এটা কলকাতা থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে গঙ্গা-ভাগীরথী ব-দ্বীপে অবস্থিত। জায়গাটা মধ্যযুগীয় কিংবদন্তির চন্দ্রকেতু রাজার দুর্গ বা গড় হিসেবে পরিচিত, যেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে নানা প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ইটের দেওয়াল। টাকিতে গোলপাতার জঙ্গল-সহ বেশ কয়েকটি দ্রষ্টব্য জায়গা রয়েছে।

ছোট্ট পরামর্শ, দুর্গাপুজোর নবমীতে ধান্যকুড়িয়া গিয়ে টাকিতে রাত্রিবাস করে দশমীর ইছামতী নদীতে দুই বাংলার প্রতিমা নিরঞ্জন দেখে ফিরে আসা যায়।

কীভাবে যাবেন?

কলকাতা থেকে বসিরহাট বা টাকির রাস্তা ধরে গেলে ধান্যকুড়িয়ার দূরত্ব ৫১ কিলোমিটার। যেতে মোটামুটি আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। কলকাতা থেকে খড়িবাড়ি রোড হয়ে টাকি রোড ধরেও যাওয়া যায়। দেগঙ্গা, বেড়াচাঁপা, স্বরূপনগরবাজার, মাটিয়াবাজার পার হয়ে ধান্যকুড়িয়া। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরেও ব্যারাকপুর অয়্যারলেস মোড় হয়েও যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন?

ধান্যকুড়িয়া সকালে গিয়ে ঘুরে চলে আসা যায়। এখান থেকে টাকি খুব কাছে। সেখানে বিভিন্ন মানের হোটেল পেয়ে যাবেন। থাকা এবং খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না।

১৪
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

18 September, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্রাজিলের দায়িত্ব ছাড়লে ফের রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হতে চান আনচেলোত্তি

জোড়া গোলে রিয়ালকে জেতালেন সেই এমবাপে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জুভেন্টাস-ডর্টমুন্ড ম্যাচ ৪-৪ ড্র

জয়সূচক গোলের পর উচ্ছ্বসিত এমবাপে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে।

মাদ্রিদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : জয় দিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু করল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপের জোড়া পেনাল্টি গোলে ফরাসি ক্লাব মার্সেইকে ২-১ গোলে হারিয়েছে শেষ আধ ঘণ্টা ১০ জনে খেলা রিয়াল।

অথচ ঘরের মাঠে ২২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল। আর্দা গুলেরের ভুলে গোল করে মার্সেইকে এগিয়ে দিয়েছিলেন টিমোথি উইয়া। তবে ২৮ মিনিটেই রডরিগোকে ফাউল করার জন্য পেনাল্টি পেয়েছিল রিয়াল। ১-১ করতে ভুল করেননি এমবাপে। ৭২ মিনিটে বিপক্ষ গোলকিপারকে মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেন রিয়াল অধিনায়ক দানি কারভাহাল। যদিও ৮১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন এমবাপেই।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য একটি ম্যাচে ৪-৪ ড্র করেছে জুভেন্টাস ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ম্যাচের প্রথম ৫০ মিনিটে কোনও গোল হয়নি। তবে ৫২ মিনিটে করিম আদিয়েমির গোলে এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড। ৬৩ মিনিটে কেনান ইলদিজের গোলে ১-১ করে দিয়েছিল জুভেন্টাস। দু'মিনিট পরেই ফেলিক্স এনমেচার গোলে ফের ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড। কিন্তু ৬৭ মিনিটে দুসান ভ্লাহোভিচের গোলে ফের ২-২ করে দেয় জুভে।

নাটকের তখনও বাকি ছিল। ৭৪ ও ৮৬ মিনিটে পরপর দু'টি গোল করে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড। গোলদাতা যথাক্রমে ইয়ান কৌতো ও রামি বেনসেবাইনি। যদিও সংযুক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে ভ্লাহোভিচের গোলে ২-৩ করে জুভেন্টাস। এরপর ষষ্ঠ মিনিটে লয়েড কেলির গোলে ৪-৪ করে দেয়।

বুধবার দক্ষিণ কলকাতা ক্রীড়া সংসদের পক্ষ থেকে কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজের হাতে 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম স্যালুট' সম্মান তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার।

গোয়ার হার

মারগাঁও : এফসি গোয়াও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে হারল। বুধবার মারগাঁওয়ের ফাতোরদা স্টেডিয়ামে ইরাকের আল জাওরা এসসি-র কাছে ০-২ গোলে হার মানোলো মার্কুয়েজের দলের। গোয়া শুরুটা ভাল করলেও দ্রুত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ইরাকের দলটি। প্রথমার্ধ শেষের ঠিক আগে ৪৪ মিনিটে রেজিক বানিহানির গোলে এগিয়ে যায় আল জাওরা। এরপর ম্যাচের বাকি সময় দাপট বজায় থাকে ইরাকি দলটিরই। দ্বিতীয়ার্ধে চেষ্টা করেও গোল শোধ করতে পারেনি গোয়া। খেলার সংযুক্ত সময়ে (৯৫ মিনিট) দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করে আল জাওরা। গোল করেন নিজার আল রাজদান।

মনুরা ফাইনালে

নয়াদিল্লি : ডিসেম্বরে আইএসএসএফ বিশ্বকাপ শুটিংয়ে নামার যোগ্যতা অর্জন করলেন আট ভারতীয় শুটার। প্রতিযোগিতা হবে কাতারের দোহায় ৪-৯ ডিসেম্বর। প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু একমাত্র শুটার যিনি বিশ্বকাপে দু'টি ইভেন্টে অংশ নেবেন। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল এবং ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে নামবেন মনু। ১২টি ইভেন্টের মধ্যে পাঁচটিতে অংশ নেবেন ভারতীয় শুটাররা।

অভিষেক ১০১

প্রতিবেদন : ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে দুরন্ত সেঞ্চুরি অভিষেক পোড়েলের। তাঁর অপরাজিত ১০১ রানের সুবাদে কল্যাণীতে আয়োজিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭৯ রান তুলে ডিক্লেয়ার করেছিল বাংলা। অভিষেক ছাড়া রান পেয়েছেন কাজি জুনেইদ সাফি (৫৮) ও অনুষ্টুপ মজুমদার (৪৪)। জবাবে ঝাড়খণ্ড ১ উইকেটে ১০৬ রান তোলার পর ম্যাচ ড্র বলে ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

ফর্মে ফিরলেন মেসি

ফ্লোরিডা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ছন্দে ফিরলেন লিওনেল মেসি। জয়ের সরণিতে ফিরল ইন্টার মায়ামিও। বুধবার মেজর লিগ সকারে সিয়াটল সাউন্ডার্সকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লিগস কাপ ফাইনালে হারের বদলা নিল মায়ামি। গোল করে ও করিয়ে ম্যাচের নায়ক মেসি। ম্যাচের ১২ মিনিটেই মেসির পাস থেকে বল পেয়ে ইন্টার মায়ামিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন জর্ডি আলবা। ২৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া মেসির জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ৪১ মিনিটে অবশ্য আলাবার পাস থেকে বল পেয়ে গোল করতে কোনও ভুল করেননি আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ৫২ মিনিটে ৩-০ করেন ইয়ান ফ্রে। সতীর্থ রজরিগো ডি পলের কর্নার থেকে গোল করেন তিনি। ৬৯ মিনিটে সিয়াচলের হয়ে ব্যবধান কমান ওবেদ ভার্গিস। তবে হার বাঁচাতে পারেননি। আগামী শনিবার ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলবেন মেসিরা।

শেষ ষোলোয় সাত্ত্বিক-চিরাগ

শেনজেন, ১৭ সেপ্টেম্বর : চিন মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনে প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। তবে শুরুতেই হেরে বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন। সদ্যসমাপ্ত হংকং ওপেনে ফাইনালিস্ট সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি বুধবার কোর্টে নেমেছিলেন মালয়েশিয়ার জুনেইদ আরিফ ও রয় কিং ইয়াপের বিরুদ্ধে। মাত্র ৪২ মিনিটে ২৪-২২, ২১-১৩ গেমে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ভারতীয় জুটি। প্রথম গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও, দ্বিতীয় গেমে মালয়েশীয় জুটিকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে পুরুষদের ডাবলসের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। এদিকে, হংকং ওপেনে ছেলেদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু চিনা মাস্টার্সের প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়ে সবাইকে হতাশ করলেন। লক্ষ্য অপ্রত্যাশিতভাবে ১১-২১, ১০-২১ সরাসরি গেমে হেরে যান ফরাসি শাটলার তোমা জুনিয়র পোপোভের বিরুদ্ধে।

বয়কটের সবথেকে পছন্দের জাদেজা

লন্ডন, ১৭ সেপ্টেম্বর : টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ায় তিনি এশিয়া কাপের দলে নেই। তবু সেই রবীন্দ্র জাদেজাকেই বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে সবথেকে পছন্দের বলে জানালেন জিওফ বয়কট। ইউটিউব চ্যানেলে তাঁর পছন্দের ক্রিকেটার নিয়ে প্রাক্তন ইংল্যান্ড ওপেনারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি জাদেজাকে বরাবর পছন্দ করে এসেছি। কিন্তু কখনও কথা হয়নি। ও সবসময় খেলার মধ্যে থাকে। বাঁহাতি স্পিনার, যে খুব ভাল ফিল্ডিং করে। আমি সবসময় মনে করে এসেছি, তুমি দলের জন্য ভাল পারফরম্যান্স করে গ্রেট প্লেয়ার হতে পারো, কিন্তু আরেকটা কোয়ালিটি নিয়ে বেশি বলা হয় না। সেটা হল এই যে, তুমি কি নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে বাকিদের উদ্বুদ্ধ করতে পারো? জাদেজা অসাধারণ ফিল্ডিং করে ঠিক সেটাই করে। ও ভাল ব্যাটও করে।

এখানেই না থেমে কিংবদন্তি ইংল্যান্ড ক্রিকেটার আরও যোগ করেছেন, জাদেজার মুখে সবসময় একটা হাসি লেগে থাকলেও ও ভিতর থেকে খুব শক্ত। টেস্ট ক্রিকেটে যেমন ও ভাল করেছে, তেমনই সিএসকেকে পাঁচবার ট্রফি জিততেও সাহায্য করেছে। ও দারুণ ক্রিকেটার যে দলের জন্য সবকিছু করে। জাদেজার এনার্জি, মুখের হাসি, লড়াকু মনোভাব ও ভিতর থেকে লড়াইয়ের তাগিদ, সবই আমার ভাল লাগে। আর ও অসাধারণ ফিল্ডার।

জাদেজা সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে ভারতকে টেস্ট সিরিজে ২-২ ড্র করে আসতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু টেস্টে ৩৮৮৬ রান ও ৩৩০ উইকেট নিয়েও তিনি বরাবর সবথেকে আন্ডাররেটেড ক্রিকেটার থেকে গিয়েছেন।

অসন্তুষ্ট দিমিত্রি, ব্যাখ্যা মোলিনার

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ঘরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফকে-র বিরুদ্ধে মোহনবাগানের হারের পর কোচ জোসে মোলিনার রণকৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দ্বিতীয়ার্ধে পাঁচ বিদেশি নিয়ে খেললেও দিমিত্রি পেত্রাতোসকে বেঞ্চেই রেখে দেন মোলিনা। গ্যালারি থেকে সমর্থকরা 'দিমি...দিমি' চিৎকার করে তাঁকে মাঠে দেখতে চাইলেও কোচ তাঁকে নামাননি। ম্যাচের পর মাঠেই বিষণ্ণ দিমিকে দেখা যায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে। কোচের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় অস্ট্রেলীয় তারকাকে। মোলিনার সঙ্গে কথা বলার সময় দিমিত্রির শরীরী ভাষায় বোঝা যাচ্ছিল, খেলার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি খুশি নন। মোলিনা তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তি দেন। স্প্যানিশ কোচ বলেন, আমি বিদেশি দেখে প্রথম একাদশ নির্বাচন করি না। আমি সবসময় সেরা দল নামানোর চেষ্টা করি। আমি সেই খেলোয়াড়দের মাঠে রাখব, যারা দলকে জেতাতে পারবে।

সমর্থকরা গ্যালারি থেকে কোচকে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিলেও পাত্তা দিচ্ছেন না মোলিনা। বরং ইরানের সেপাহানের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন তিনি। প্রথম ম্যাচে সেপাহান হেরেছে আল হুসেনের কাছে। ৩০ সেপ্টেম্বর তেহরানে ম্যাচ। ভিসার আবেদন করা হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর ইরান-যাত্রা।

ইস্টবেঙ্গলে জাপানি হিরোশি

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলে কার্যত চূড়ান্ত জাপানি হিরোশি ইবুসুকি। ৩৪ বছরের জাপানি স্ট্রাইকার আসছেন দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের জায়গায়। হিরোশি স্পেনের সেভিয়া, জিরোনার মতো নামী ক্লাবে খেলেছেন। আবার অস্ট্রেলিয়ার 'এ' লিগে অ্যাডিলেড ইউনাইটেডের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে ঢোকার
দৌড়ে প্রজ্ঞান ওঝা ও আরপি সিং

মাঠে ময়দানে

18 September, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

ওমান ম্যাচে খেলতে পারেন অর্শদীপ

পাকিস্তান আসার আগেই মাঠ ছাড়লেন ক্রিকেটাররা

ওমান ম্যাচের প্রস্তুতিতে সঞ্জু, অক্ষর, অর্শদীপ, সূর্যরা। দুবাইয়ে।

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : হ্যান্ডশেক-বিতর্ক পিছনে ফেলে শুক্রবার ওমানের বিরুদ্ধে নামছে ভারত। কিন্তু চাইলেও সূর্যকুমার যাদবেরা পাক-ঝঞ্ঝাট দূরে সরিয়ে রাখতে পারছেন না।

যেমন আইসিসি অ্যাকাডেমি মাঠে প্র্যাকটিস এক ঘণ্টা আগে থামিয়ে দিতে হল তাদের। সেটা এইজন্য যে সূর্যরা শাহিন-আঘাদের মুখোমুখি হতে চাননি। ঘটনাটা এই যে, একই মাঠে পাকিস্তানেরও আমিরশাহি ম্যাচের প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল। কিন্তু তারা আসবে জেনে এক ঘণ্টা আগে তড়িঘড়ি প্র্যাকটিস সেরে হোটেলে ফিরে যান ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

দুই ম্যাচ জিতেই ইতিমধ্যেই সুপার ফোর-এ পা রেখেছে ভারত। ফলে কাল ওমান ম্যাচ এখন সূর্যদের কাছে নিয়মরক্ষার। কিন্তু এই সুযোগে গম্ভীর তাঁর বেঞ্চ স্ট্রেংথ দেখে নিতে পারেন। হয়তো তাই ভারতীয় নেটে হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিংকে টানা বল করতে দেখা গেল। দ্বিতীয়জনকে খেলানো হচ্ছে না বলে অশ্বিনের মতো প্রাক্তনরা বিরক্ত। কিন্তু গম্ভীর তাঁর কমফোর্ট জোন থেকে বেরোবেন না। কে জানে ওমানের বিরুদ্ধে হয়তো বিশ্রাম দেওয়া হবে বুমরাকে। আসবেন পাঞ্জাব সিমার।

প্রথম দুই ম্যাচে শুভমন গিল রান পাননি। এটা দলের কাছে সামান্য চাপের কারণ। তাই নেটে বাড়তি সময় ব্যাট করলেন টেস্ট অধিনায়ক। কোচের নির্দেশে তাঁকে প্রচুর শর্ট পিচড বল করা হল। আর শুভমন পুল মেরে গেলেন। সঙ্গে ছিল সূর্য স্টাইলের স্কুপ শট। বোঝা যাচ্ছে শুভমন নিজেকে ছোট ফর্ম্যাটের ক্রিকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাইছেন। তাঁর মতোই নেটে অনেকক্ষণ ব্যাট করতে দেখা যায় রিঙ্কু সিংকেও। যেহেতু ডেড রাবার, রিঙ্কু কাল ম্যাচে খেলতে পারেন।

আমিরশাহি ম্যাচে পাঁচ ওভারেরও কমে রান তুলে দিয়েছিল ভারত। এটাও একটা ছোট ম্যাচ হবে বলে ক্রিকেটপ্রেমীদের ধারণা। ব্যাটিং প্র্যাকটিস সেরে নেবেন বলে সূর্যরা টসে জিতলে ব্যাট নিতে পারেন। আবার উল্টোটাও হতে পারে।

আফগানদের আজ পরীক্ষা

আবু ধাবি, ১৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে বাংলাদেশের কাছে মাত্র ৮ রানে হেরে সুপার ফোরে ওঠার লড়াইয়ে চাপে পড়ে গিয়েছে আফগানিস্তান। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'বি'-তে নিজেদের শেষ ম্যাচে রশিদ খানরা খেলবেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। আফগানদের লড়াইটা সহজ হবে না। চারিথ আসালাঙ্কারা শোচনীয়ভাবে না হারলে সুপার ফোর নিশ্চিত শ্রীলঙ্কার। তবে বাংলাদেশকে টপকে 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার ফোরে জায়গা করে নিতে হলে আফগানিস্তানকে জিততেই হবে। রশিদরা এই ম্যাচ জিতলে শ্রীলঙ্কা,

আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের পয়েন্ট হবে ৪। নেট রান রেটে এখন ভাল জায়গায় রয়েছে আফগানিস্তান (২.১৫০)। বাংলাদেশের নেট রান রেট সেখানে -০.২৭০। সুপার ফোর নিশ্চিত করার লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আর আগের ভুলগুলি করতে চায় না আফগানিস্তান। অধিনায়ক রশিদ বললেন, আমরা নিজেরাই নিজেদের চাপে ফেলেছি। ব্যাটিংয়ের সময় দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলেছি। আশা করি, শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ভুল করব না।

আইসিসির ধাক্কা খেয়ে পাকিস্তান সুপার ফোরে

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : দিনভর নাটকের শেষে বুধবার আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে খেলতে নামল পাকিস্তান। ৪১ রানে জিতে সুপার ফোরেও পা রাখল। তবে অনড় আইসিসির কাছে স্নায়ু-যুদ্ধে হার মানতে হয়েছে পিসিবিকে। অ্যান্ডি পাইক্রফ্টকে তারা ম্যাচ রেফারি থেকে সরায়নি। পিসিবি পরে মুখরক্ষা করেছে এই বলে যে, পাইক্রফ্ট নাকি ভুল করেছি বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

রান পেলেন ফকর জামান।

পিসিবি বলেছিল হ্যান্ডশেক কাণ্ডের জেরে এই ম্যাচ রেফারিকে সরাতে হবে। না হলে তারা বুধবার খেলবে না। তাদের অভিযোগ, পাইক্রফ্ট টসের সময় দুই অধিনায়ককে হ্যান্ডশেক হবে না বলেছিলেন। তিনি দায়িত্বে ছিলেন বলেই নাকি এই ঘটনা ঘটতে পেরেছে। আইসিসি অবশ্য অভ্যন্তরীণ তদন্তে দেখেছে জিম্বাবোয়ের ম্যাচ রেফারি কোনও ভুল করেননি। তিনি বরং অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে এড়াতে সাহায্য করেছেন।

আইসিসি এও জানিয়েছে, ম্যাচ রেফারি বাছাইয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি সেন্ট্রালাইজড। কোনও দেশের কথায় কিছু হবে না। পিসিবি মুখরক্ষায় এর পরও দাবি করেছে, আইসিসি ১৪ সেপ্টেম্বরের ম্যাচে কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশন হয়েছে কি না তদন্ত করে দেখবে। আসলে আইসিসির কাছে দাবি নাকচ হওয়ার পর পাকিস্তানের কিছু করার ছিল না। না খেললে এশিয়া কাপে প্রাপ্য টাকা পেত না।

তবে এই নাটকে খেলা এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়েছে। পাক ক্রিকেটারদের কিট টিম বাসে তুলে দেওয়া হলেও প্লেয়াররা হোটেলেই বসে ছিলেন। এদিন পাকিস্তান ফকর জামানের ৫০ রানে ভর করে তুলেছিল ১৪৬/৯। জবাবে আরব আমিরশাহি ১০৫ রান করে হেরে যায় ৪১ রানে।

জ্যাভলিনে আজ ভারত-পাক দ্বৈরথ

বদলার ফাইনালে নীরজ বনাম নাদিম

টোকিও, ১৭ ডিসেম্বর : নীরজ চোপড়ার সঙ্গে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের জ্যাভলিন থ্রোয়ের ফাইনালে উঠলেন পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমও। ফলে আজ বৃহস্পতিবার টোকিওয় বহু প্রতিক্ষিত নীরজ-নাদিম দ্বৈরথে নজর ক্রীড়াপ্রেমীদের। প্যারিস অলিম্পিকের পর প্রথমবার জ্যাভলিন ট্র্যাকে ভারত ও পাকিস্তানের দুই তারকা অ্যাথলিট মুখোমুখি হচ্ছেন। প্যারিসে নীরজকে টেক্কা দিয়ে ৯০ মিটারের উপর জ্যাভলিন ছুঁড়ে সোনা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন নাদিম। এর পর আর ট্র্যাকে নীরজের মুখোমুখি হননি পাক তারকা। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতের সোনার ছেলের কাছে তাই টোকিওর মাটিতে জবাব দেওয়ার সুযোগ। শুধু তাই নয়, দু'বছর আগে বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জেতেন নীরজ। তাই টোকিওতে আজ বিশ্বসেরার খেতাব রক্ষারও ফাইনাল নীরজের কাছে। বৃহস্পতিবার নীরজের সঙ্গে ফাইনালে থাকবেন ভারতের আর এক প্রতিযোগী শচীন যাদবও। তিনি ৮৩.৬৭ মিটার দূরত্বে থ্রো করেন।

বুধবার যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম চেষ্টাতেই প্রয়োজনীয় ৮৪.৫০ মিটার থ্রো করে ফাইনাল নিশ্চিত করেন নীরজ। তিনি বলেন, আশা করি, ফাইনালে ভাল জ্যাভলিন ছুঁড়তে পারব। আজ বাকি সময়টা বিশ্রাম নেব, যাতে তরতাজা থেকে ফাইনালে সেরাটা দিতে পারি। নীরজের মতো সরাসরি ফাইনালে উঠেছেন জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮৭.২১ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়েছেন তিনি। 'বু' গ্রুপে নাদিম যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম দু'টি থ্রোয়ে মাত্র ৭৬.৯৯ এবং ৭৪.১৪ মিটার থ্রো করেন। অনেকটা পিছিয়ে পড়েও তৃতীয়বারের চেষ্টায় ৮৫.২৫ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেন পাক তারকা।

স্মৃতির নজিরের দিনে জয়

মুল্লানপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : মুল্লানপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : প্রথম একদিনের ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌররা। বুধবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ ১০২ রানে জিতে সিরিজ ১-১ করে দিলেন ভারতীয় মেয়েরা। দুরন্ত সেঞ্চুরি করেন স্মৃতি মান্ধানা। প্রথমে ব্যাট করে ৪৯.৫ ওভারে ২৯২ রানে অলআউট হয়েছিল ভারত। জবাবে ৪০.৫ ওভারে ১৯০ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। কিছুটা লড়াই করেন এলিস পেরি (৪৪) ও অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (৪৫)। ভারতের ক্রান্তি গৌড় ৩ উইকেট ও দীপ্তি শর্মা ২ উইকেট দখল করেন।

এদিন মাত্র ৭৭ বলে ব্যক্তিগত সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন স্মৃতি। শেষ পর্যন্ত তিনি আউট হন ৯১ বলে ১১৭ রান করে। যা একদিনের ক্রিকেটে স্মৃতির ১২তম সেঞ্চুরি। তিনি ছুঁয়ে ফেলেছেন ওপেনার হিসাবে সবথেকে বেশি ওয়ান ডে সেঞ্চুরি করার নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস

সেঞ্চুরির পর স্মৃতি। বুধবার মুল্লানপুরে।

এবং ইংল্যান্ডের ট্যাবি বিউমন্টের রেকর্ড। এককভাবে রেকর্ড গড়ার জন্য স্মৃতির চাই আর মাত্র একটি সেঞ্চুরি। মেয়েদের ক্রিকেটে সবথেকে বেশি ওয়ান ডে সেঞ্চুরি করার রেকর্ড (১৫টি) রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিংয়ের দখলে। তাঁরও ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করলেন স্মৃতি।

বরুণ এখন শীর্ষে

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শুক্রবার ওমানের বিরুদ্ধে খেলবে দল। তার আগে ভারতীয় শিবিরের জন্য সুখবর। রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী টি-২০ ফরম্যাটে বিশ্বের সেরা বোলার হয়েছেন। বুধবারই আন্তর্জাতিক টি-২০ বোলারদের নতুন র‍্যাঙ্কিং ঘোষণা করেছে আইসিসি। বরুণ কেরিয়ারে প্রথমবার আন্তর্জাতিক টি-২০ বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান অর্জন করলেন। বরুণের পয়েন্ট ৭৩৩। দুইয়ে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের জেকব ডাফি। তাঁর পয়েন্ট ৭১৭। প্রথম দশে রয়েছেন আর এক ভারতীয় বিষ্ণোইও। ৬৬১ পয়েন্ট নিয়ে ভারতীয় লেগ স্পিনার রয়েছেন আট নম্বরে।

লাবুশেনের সেঞ্চুরি

সিডনি, ১৭ সেপ্টেম্বর : আসন্ন অ্যাসেজে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে ফেরার দাবি জোরাল করলেন মার্নাস লাবুশেন। ঘরোয়া ওয়ান ডে কাপে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে দুরন্ত শতরান করলেন তারকা অস্ট্রেলীয় ব্যাটার। ১৩০ রান করেন লাবুশেন। তাঁর এই ইনিংস অ্যাসেজের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে বলে মনে করছে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটমহল।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব

সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম

» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা

» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা

» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা

» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস

» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর

» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা

» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ

» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান

» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য

» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া

» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা

» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প

» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন

» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় সন্ময় দে
» শঙ্কর ঘোষ
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হবে মহালয়ায়

আজই হকারবন্ধুকে বলে রাখুন